LAJNA IMAILLAH

QUARTERLY BULLETIN OF
LAJNA IMAILLAH, BANGLADESH
Vol. 23 ◘ 3rd Issue ◘ April-June, 2021

লাজনা ইমাইল্লাহ্

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন
২৩তম বর্ষ ◘ ৩য় সংখ্যা ◘ এপ্রিল-জুন, ২০২১

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE
ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

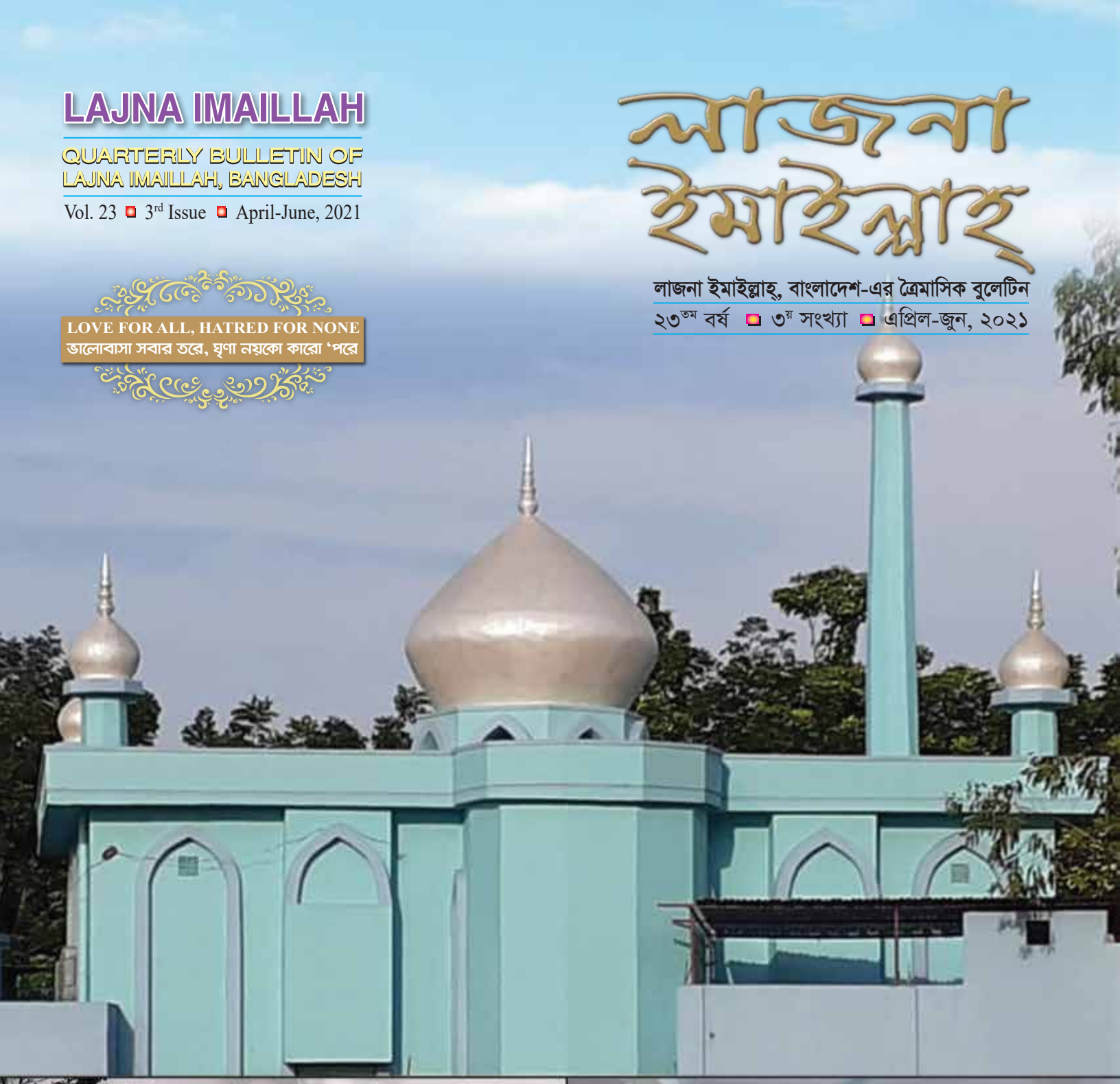

মসজিদ বায়তুল লতিফ
দিলালপুর, সৈয়দপুর

২৭ মে ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকায় খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন

খিলাফত দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

খিলাফত দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আরো একটি নব-নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন

১৮ই জুন ২০২১ সাল পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুরের অন্তর্গত দিলালপুর হালকায় নব-নির্মিত 'মসজিদ বায়তুল লতিফ'-এর শুভ উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। জুমুআর নামায শেষে নব-নির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের প্রিন্সিপাল জনাব মোবাশশেরউর রহমান; সেক্রেটারী জায়েদাদ আলহাজ্জ মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ; মওলানা বশীরুর রহমান, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। আরো বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব শাহ গিয়াস উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর; জনাব নজিবুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সৈয়দপুর; জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। নব-নির্মিত মসজিদটি উদ্বোধন উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে দোয়ায় অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। *(তথ্যসূত্র: সেন্ট্রাল বাংলাডেস্ক)*

মসজিদ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করছেন মোহতরম শাহাবুদ্দিন সাহেব

লাজনা ইমাইল্লাহ্

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন

আহ্‌মদী মহিলাদের তালীম ও
তরবিয়তের উদ্দেশ্যে

২৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
এপ্রিল-জুন, ২০২১ খ্রি.

উপদেষ্টা
মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সম্পাদক মণ্ডলীর সভানেত্রী
রেহেনা খায়ের

সম্পাদিকা
সুলতানা নুসরত জাহান ডালিয়া
০১৮৫৪ ০১৮৪৪৯

সহকারী সম্পাদিকা
ফারহানা মাহমুদ তন্বী
ইঞ্জি. সিদ্দিকা সেগুফতাহ্
আমিনা নুদরাত
সায়রা শাহীন

হিসাব ব্যবস্থাপক
মরিয়ম সুলতানা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আমাতুল কাইয়ূম

প্রকাশনা ও বিতরণ
খোরশেদ জাহান

বিদেশ প্রতিনিধি
শওকত যাকারিয়া (জেসি)
কিশওয়ার হাসিন দিশা- ইউ কে
রুমনাজ শান্তা ও ডা. সেরা হক/কানাডা
সুরুরুল আফযা তৃপ্তি-লস এঞ্জেলেস, আমেরিকা
ডা. মাবুফা খাতুন মিষ্টি-জ্যামাইকা
জিনাত সুলতানা-উইলিংটন/নিউজিল্যান্ড
রেহেনা আদিব-অকল্যান্ড/নিউজিল্যান্ড
কানেতা আহমদ ও খাউলা হাদী-সিডনী

প্রচ্ছদ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্

আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১ থেকে প্রকাশিত।

E-mail: lajnabd @gmail.com

সম্পাদকীয়

বর্তমান আধুনিক সভ্যতা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। এর পেছনে রয়েছে বহুকালের বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও শ্রম। তিলে তিলে গড়া অগ্রসরমান এই মানবসভ্যতা নীতি নৈতিকতার মানদণ্ডে যখনই পিছিয়ে পড়েছে আর পাপ পঙ্কিলতার লাগামহীন অতল গহবরে তলিয়ে গেছে তখনই মহান স্রষ্টা যুগে যুগে তার মহামানবদের দ্বারা পথভ্রষ্ট মানবসভ্যতা সংশোধনের ব্যবস্থা করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন বিশ্ব মানবতার ত্রাণকর্তা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআন নামক পরিপূর্ণ জীবন বিধানের মাধ্যমে তিনি অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবে জ্বালালেন হাজারো সূর্যের দ্বীপশিখা। কিন্তু মানুষ চিরস্থায়ী নয় তাই এই মহামানবদের সত্তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখতে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদার মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি ও বিজয়ের কাজ অব্যহত থেকেছে একইভাবে তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষযুগে ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইমাম মাহদী হিসাবে আগমন করে ইসলামের পুনর্জাগরণের যে সোপান রচনা করে গেছেন তাঁর (আ.) ইন্তেকালের পর রসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৯০৮ সালের ২৭ মে 'খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ্' পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর এই দিনটিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খিলাফত দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। এই খিলাফতের রজ্জু ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক কাজ সম্পাদন করে চলেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষাগুলোকে তুলে ধরে এগুলো গ্রহণ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের মানুষ ও মিডিয়া হুযূর (আই.)-কে **'ম্যান অফ পিস'** বলে আখ্যায়িত করছে। আমরা বিশ্বাস করি, সেদিন অতি সন্নিকটে যেদিন এই স্বীকৃতিই তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হবে, বিশ্ববাসী খিলাফতের আশিস ও কল্যাণ লাভ করবে। ▢

লাজনা ইমাইল্লাহ্

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
• ২৭ মে ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকায় খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন	২
• আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আরো একটি নব-নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন	২
• সম্পাদকীয়	৩
• কুরআন শরীফ	৫
• হাদীস শরীফ	৬
• অমৃতবাণী	৭
• যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ০৯ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা**	৮-১৮
• প্রতিদিন কিছু হলেও দান সাদাকা করুন	১৯
• হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য কাজ সংকলন: আমিনা নুদরাত	২০-২১
• *ইসলাম প্রচার:* সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের কিছু প্রশ্নোত্তর	২২-২৪
• গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী	২৫
• কর্তব্য ডাঃ সুম্বলীন সাহাদাত	২৬
• The Finest Institution For Women- AUW Tuba Ahmad	২৭
• *স্বাস্থ্য কথা:* কাঁঠালের পুষ্টি ও ঔষধি গুণ সংগ্রহ: নওশীন আঞ্জুম	২৮
• *সার্কুলার:* লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমসমূহ:	২৯
• সংবাদ	৩০-৩৩
• *কবিতা:* আহমদীয়াতের বন্ধন দীনা নাসরীন	৩৩
• প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত	৩৪
• *রান্না-বান্না:* মজাদার পিজ্জা রেসিপি সওবিয়া আহসান আদৃতা	৩৫

হুযূর (আই.)-প্রদত্ত জুমুআর খুতবা MTA-তে সম্প্রচারের সময় সূচী

সরাসরি : শুক্রবার সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা
পুন:প্রচার : শুক্রবার রাত ১০.৩০ মিনিট
পুন:প্রচার : শনিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট
পুন:প্রচার : শনিবার সকাল ৮.৫০ মিনিট
পুন:প্রচার : শনিবার বিকাল ২.৫৫ মিনিট
পুন:প্রচার : রবিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট
পুন:প্রচার : রবিবার সকাল ৮.৫০ মিনিটি
পুন:প্রচার : রবিবার সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিট
পুন:প্রচার : সোমবার ভোর ৪.২৫ মিনিট
পুন:প্রচার : সোমবার সকাল ৮.৫০ মিনিটি
পুন:প্রচার : সোমবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকা
পুন:প্রচার : মঙ্গলবার সকাল ৭.০০ ঘটিকা
পুন:প্রচার : বৃহস্পতিবার রাত ৮.০০ ঘটিকা

তবুও কি আপনি ও আপনার পরিবার হুযূর (আই.)-এর খুতবা শোনা ও দেখা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখবেন!

কুরআন শরীফ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(সূরা আন নূর: ৫৬)

অর্থ: তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম সাধন করবে, আল্লাহ্ তাদের সাথে অঙ্গীকার করছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপ তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন: এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর সেটাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করাবে না, এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই প্রকৃত দুস্কৃতকারী।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত ঈমানদার ও সৎকর্ম সাধনকারীদের সাথে অঙ্গিকার করছেন তিনটি বিষয়ের:

১) প্রথমত তিনি তাদের পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন।

২) তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন আর

৩) তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর সেটাকে তিনি নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। এ আয়াত থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট, **খলীফা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিযুক্ত করে থাকেন, কোন মানুষ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতে পারে না।** অর্থাৎ জাগতিক ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক নবীর তিরোধানের পর খলীফা নিযুক্ত হন, যেরূপ আমরা হাদীস শরীফে উল্লিখিত পাই। আর সেই খলীফা সরাসরি সেই নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন, যার স্কন্ধে নবীর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ঐশী দলকে একক ঐশী নেতৃত্বের অধীনে পরিচালনা করেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক পিতার স্থান তার হয়ে থাকে। তবে এজন্য প্রথম শর্ত হল, প্রকৃত অর্থে ঈমানদার হতে হবে। সৎকর্ম সাধন করতে হবে। যতদিন এ দু'টি বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ্ তা'লার এই ঐশী কল্যাণ আমাদের মাঝে থাকবে। নবীর তিরোধানের পর তার অনুসারীদের মনে যে ভয়ভীতি ও আশংকার সৃষ্টি হয়, যখন বিরুদ্ধবাদীরা নেতৃত্বহীন জামা'তকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হয়, তখন আল্লাহ্ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সেই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে তার জামা'তকে উদ্ধার করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের আনন্দ ধূলোয় মিশিয়ে দেন।

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে আগত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্র জামা'ত আমরা। আমাদের মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে ও তারই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের উচিত আহমদী হিসেবে আমরা যেন খিলাফতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে এর সাথে যুক্ত রেখে এই নিয়ামতকে নিজেদের মাঝে স্থায়ীত্ব দান করার ব্যবস্থা করি।□

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক নবীর তিরোধানের পর তার অসমাপ্ত মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও নবীর অনুসারী দলকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য খলীফা নিযুক্ত করে থাকেন। হযরত আবদুর রহমান বিন সাহ্‌ল (রা.) বর্ণনা করেন,

ما كانت نبوة قط إلا تبعتها خلافة

অর্থ: এমন কোন নবুয়্যত ছিল না যার পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। *(কানযুল উম্মাল, কিতাব আল ফিতানু মিন কিসমিল আফআল)*

এই হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, খলীফা সরাসরি নবীর উত্তরাধীকারী হয়ে থাকেন। তাদের দায়িত্বের পরিব্যাপ্তি ও উদ্দেশ্য একই হয়। আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সেই নবীকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সেটাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবীর অনুসারী দলকে রাখালের মত আগলে রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খলীফার দায়িত্ব।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর চার খলীফা তথা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অতিবাহিত হবার পর পুনরায় শেষ যুগে নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হযরত হুযায়ফা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ ثُمَّ سَكَتَ

অর্থ: হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীস, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন; এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর এক যুলুম অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ততদিন তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততদিন তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা তুলে নিবেন। তখন নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। *(মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং: ১৭৬৮০)*

এই হাদীসে প্রাথমিক যুগে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা বলা আছে, তা ছিল মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে খিলাফতে রাশেদার ভবিষ্যদ্বাণী। আর কষ্টদায়ক ও অন্ধকার যুগের অবসান শেষে যার নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার যে কথা বলা আছে, তা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই হবে। এ হাদীসের শেষের বাক্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মহানবী (সা.) শেষ যুগে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা বলে নিরব হয়ে গেলেন। এটির অর্থ হল, শেষ যুগে প্রতিষ্ঠিত এই খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

এই অশেষ কল্যাণমণ্ডিত খিলাফতের অধীনে থাকবার সৌভাগ্য লাভ করে আমরা আহমদী হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি তো? খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক আহমদী ভাই-বোনের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। ◻

অমৃত বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে কেউ প্রশ্ন করেছিলেন যে, খলীফা আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) উত্তরে বলেন: 'সংশোধন'। দেখ! হযরত আদম (আ.) থেকে এই মানব প্রজন্মের ধারা সূচিত হয়েছে আর কালের ব্যবধানে মানুষের ব্যবহারিক অবস্থা যখন দুর্বল হয়ে গেল, মানুষ জীবনের মূল লক্ষ্য এবং ঐশী গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে হিদায়াতের পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়ল, তখন আল্লাহ্ তা'লা নিছক নিজ অনুগ্রহে এক প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত ব্যক্তির মাধ্যমে জগদ্বাসীকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার গহ্বর থেকে টেনে তুলেছেন। মহা প্রতাপশালী খোদা তা'লার মহিমা প্রকাশিত হল এবং এক প্রদীপের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হল। (আল্লাহ্) ঈমানকে জ্যোতির্মণ্ডিত ও আলোকোজ্জ্বল ঈমানে পরিণত করলেন।

বস্তুত আদি থেকে খোদার এই রীতিই চলে আসছে যে, দীর্ঘকালের ব্যবধানে পূর্বের নবীর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন সঠিক পথ, ঈমানের সম্পদ এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিকে হারিয়ে বসে আর পৃথিবীতে ভ্রষ্টতা, অনাচার ও পাপাচারের অমানিশা ভয়াবহ অন্ধকার সর্বত্র ছেয়ে যায়, তখন ঐশী গুণাবলী ও দয়া উথলে ওঠে আর এক মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নাম, তৌহিদ এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র পুনরায় নতুনভাবে পৃথিবীতে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করে আর সহস্র সহস্র নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে খোদার অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দেয়া হয়। তখন হারিয়ে যাওয়া তত্ত্বজ্ঞান এবং পবিত্রতা ও তাকওয়া পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়। এই প্রাচীন রীতি অনুসারেই আমাদের এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্মরণ রাখবে! ঈমানই ঈমানকে চিনতে পারে আর আলোর দ্বারাই আলো সনাক্ত হয়। এ জগতে সূর্য তো আছে কিন্তু যার চোখের জ্যোতি নেই, সে সূর্য দ্বারা কীভাবে উপকৃত হবে? মুখে এই দাবী করা যে, আমাদের ইমাম বা সংশোধনকারীর কী-ই বা প্রয়োজন আছে- এমন কথা বড়ই ভয়ানক। *(মলফুযাত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৪, ২৭৫, ইংল্যান্ডে মুদ্রিত, ১৯৮৫)* □

Special Attention from Central Bangla Desk

Please note that our email has now been changed therefore from now on you are requested to send your DOA letters to the following email address: **doa@bangladesk.org**

Feroz Alam
In-charge, Bangla Desk

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ০৯ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আজ সেটির অবশিষ্টাংশ আলোচনা করা হবে। 'ইয়ারমুক' হলো সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম; এর নাম অনুসারেই 'ইয়ারমুকের যুদ্ধ' নামে যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল সেটির নামকরণ 'ইয়ারমুক' হয়েছে। ১৫ হিজরী সনে সিরিয়ায় সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ইয়ারমুক উপত্যকায় ইয়ারমুক নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। রোমানরা বাহানের নেতৃত্বে প্রায় আড়াই লক্ষ যোদ্ধা রণক্ষেত্রে নিয়ে আসে। অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার, যাদের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন এক হাজার আর তাদের মাঝে প্রায় ১০০ জন বদরী সাহাবী ছিলেন।

পরামর্শের পর মুসলমানরা সাময়িকভাবে হিমস থেকে নিজেদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় এবং সেখানকার খ্রিষ্টানদের বলে, আমরা যেহেতু সাময়িকভাবে তোমাদের সুরক্ষা প্রদান থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি তাই তোমাদের জিযিয়া তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে যে ট্যাক্স বা কর নেয়া হতো তা ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কেননা আমরা তোমাদের সেই সেবা দিতে পারছি না যে উদ্দেশ্যে জিযিয়া নেয়া হচ্ছে। সুতরাং হিমসবাসীকে তাদের জিযিয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়। সেই অর্থের পরিমাণ ছিল কয়েক লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা। উক্ত অর্থ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সততা/বাস্তববাদিতা ও ন্যায় পরায়নতার কারণে কাঁদছিল আর বাড়ির ছাদে উঠে দোয়া করছিল যে, হে দয়ালু মুসলিম শাসকগণ! খোদা তোমাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনুন। মুসলমানদের হিমস থেকে পিছু হটার কারণে রোমানদের ধৃষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায় আর তারা

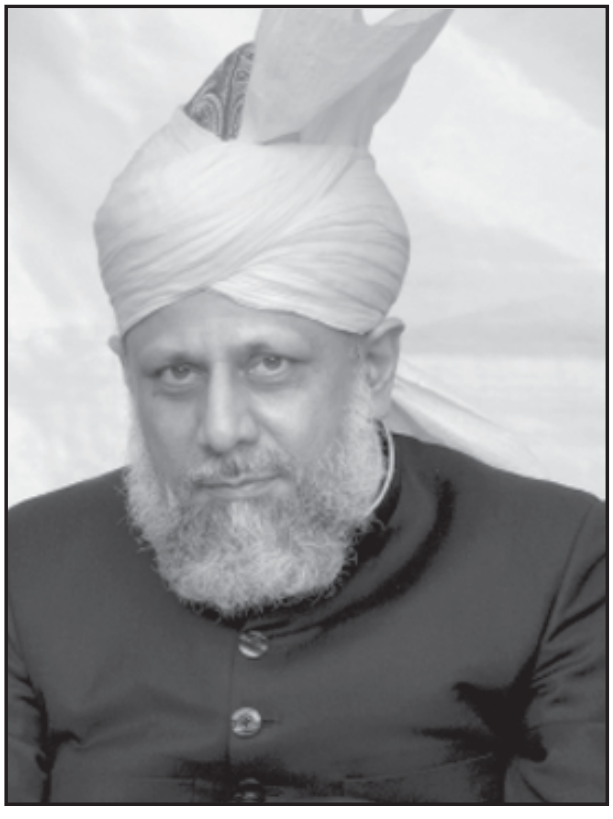

এক বিশাল বাহিনীসহ ইয়ারমুক পৌঁছে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য শিবির স্থাপন করে। কিন্তু মনে মনে তারা মুসলমানদের ঈমানী উদ্দীপনায় ভীতও ছিল। তাই তারা সন্ধিরও আকাঙ্ক্ষী ছিল এবং চেষ্টা করছিল যেন সন্ধি স্থাপিত হয়। রোমান সেনাপতি বাহান জর্জ নামের রোমান দূতকে মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রেরণ করে। সে যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে তখন মুসলমানরা মাগরিবের নামায আদায় করছিল। সে মুসলমানদের বিগলিত চিত্তে কাকুতি মিনতি করে খোদার সম্মুখে সিজদাবনত হতে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়। সে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করে, যার মাঝে একটি ছিল, হযরত ঈসা (আ.)

সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস কী? হযরত আবু উবায়দা (রা.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন–

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا *(সূরা নিসা: ১৭২)*

অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! নিজেদের ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্চয়ই মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম কেবল আল্লাহ্‌র একজন রসূল ও তাঁর কলেমা বা বাণী, যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। আর (খোদাকে) তিন বলো না। (এ থেকে) বিরত হও, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য। তিনি এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে। যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে তা তাঁরই। আর কার্য নির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ তা'লাই যথেষ্ট।

এরপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করেন,

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا *(সূরা আন্ নিসা: ১৭৩)*

অর্থাৎ মসীহ্ কখনো এ বিষয়টিকে অপছন্দ করবেন না যে, তাকে আল্লাহ্‌র এক বান্দা হিসেবে গণ্য করা হবে আর (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও (এটি অপছন্দ করবে না)।

জর্জ পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা শুনে উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, নিঃসন্দেহে এগুলোই মসীহ্‌র বৈশিষ্ট্য। সে আরো বলে, তোমাদের নবী সত্য এবং সে দূত মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে নিজ বাহিনীতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, রোমানরা অঙ্গীকার ভঙ্গের ধারণা করবে, তাই তুমি ফিরে যাও। তিনি আরো বলেন, আগামীকাল এখান থেকে যে দূত যাবে, তার সাথে চলে এসো। হযরত আবু উবায়দা (রা.) খ্রিষ্টান সেনাবাহিনীকে ইসলামের তবলীগ করেন আর ইসলামী সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরেন। পরের দিন হযরত খালিদ (রা.) তাদের কাছে যান, কিন্তু কোন ফলাফল আসে না এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। (ইসলামী) সেনাদলের পেছনে মুসলমান নারীরা ছিলেন, যারা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের পানি পান করাতেন, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন আর গাযীদের উৎসাহ দিতেন। সে সব নারীর মধ্যে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), হযরত হিন্দ বিনতে উতবা (রা.), তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সহধর্মিণী ছিলেন আর মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন এবং উম্মে আবান প্রমুখ ছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) মুসলমান নারীদের সম্বোধন করে বলেন, হে জিহাদকারী নারীগণ! তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে হাতে নিয়ে নাও, পাথর দিয়ে নিজেদের ঝুলিগুলো পূর্ণ করে নাও আর মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত কর। তাদেরকে বল, আজ তোমাদের মোকাবিলা করার দিন আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। বিজয় আসন্ন দেখলে স্বস্থানেই বসে থেকো আর যদি মুসলামানদের পিছু হটতে দেখ তাহলে তাদের মুখে খুঁটিগুলো ছুঁড়ে মেরো এবং তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরত পাঠাবে আর নিজেদের সন্তানকে উপরে তুলে ধরে তাদেরকে বলবে, যাও নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং ইসলামের খাতিরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও। এরপর তিনি পুরুষদের এভাবে সম্বোধন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! খোদার সাহায্যার্থে অগ্রসর হও। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচলতা দান করবেন। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! ধৈর্য ধারণ কর, কেননা ধৈর্যই কুফরী থেকে মুক্তির মাধ্যম, খোদাকে সন্তুষ্ট করার উপায় এবং লজ্জা মোচনকারী। নিজেদের সারি ভাঙবে না, যুদ্ধের সূচনা তোমরা করবে না, যুদ্ধ তোমরা আরম্ভ করবে না, বর্শাগুলো তাক কর, ঢালগুলো হাতে নিয়ে নাও আর জিহ্বাকে খোদার স্মরণে সিক্ত রাখ যেন খোদা নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। যুদ্ধের সূচনা করবে না কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে তখন স্বর্ণের ক্রুশ ছিল আর তাদের অস্ত্রের ঝলকানি ছিল চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দিচ্ছিল, উপরন্তু তারা আপাদমস্তক লোহায় আবৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ম পরিহিত ছিল। সেদিন তারা নিজেদের পায়ে বেড়িও পরে নিয়েছিল (এ সংকল্প নিয়ে) যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না, হয় মারব, না হয় মরব। পাদ্রিরা ইঞ্জিলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি

পাঠ করে তাদেরকে উত্তেজিত করছিল। কাফের সেনারা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হয়। দুই–আড়াই লাখ সেনা ছিল পক্ষান্তরে এরা ছিল মাত্র ৩০ হাজার আর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। শুরুর দিকে রোমানদের পাল্লা ভারী ছিল আর তারা মুসলমানদের কোণঠাসা করতে আরম্ভ করে।

খ্রিষ্টানরা গোপনে জেনে নিয়েছিল যে, মুসলমানদের মাঝে সাহাবী কে কে? এরপর তারা তাদের কতক তিরন্দাজকে একটি টিলার ওপরে বসিয়ে দেয় এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন বিশেষভাবে সাহাবীদেরকে নিজেদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করে। তারা জানত যে, প্রথম সারির লোক নিহত হলে বাকি সৈনিকদের মনোবল এমনিতেই ভেঙে যাবে আর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে। এর ফলে বেশ কয়েকজন সাহাবী নিহত হন আর কয়েকজনের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আবু জাহলের পুত্র ইকরামা, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই নিবেদন করেছিলেন যে, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পূর্বকৃত ভুল, অর্থাৎ অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার তৌফিক দান করেন। তিনি নিজের কতক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে যান আর নিবেদন করেন, সাহাবীরা অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, এখন আমরা যারা পরবর্তীতে এসেছি, আমাদেরকে পুণ্য লাভের সুযোগ দেয়া হোক, আমরা শত্রু সেনার প্রাণ কেন্দ্রে, অর্থাৎ মধ্য ভাগে আক্রমণ করব আর খ্রিষ্টান জেনারেলদের হত্যা করব। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, এভাবে যতজন যুবকই যাবে তারা সবাই নিহত হবে। ইকরামা (রা.) বলেন, একথা ঠিক, কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আপনি কি এটি পছন্দ করবেন যে, আমরা যুবকরা বেঁচে থাকব আর সাহাবীরা নিহত হবে? মুসলমান হওয়ার পর তার মাঝে এক ঈমানী উদ্দীপনা ছিল, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করার এক ব্যাকুলতা ছিল। ইকরামা (রা.) বারবার ৪০০ সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করার অনুমতি চাইতে থাকেন। অবশেষে তার পীড়াপীড়ির কারণে হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি শত্রু সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করেন আর তাদের পরাজিত করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ যুবক শহীদ হন আর মুসলমানরা রোমানদের কোণঠাসা করে তাদের পরিখার দিকে নিয়ে যায়, যা তারা নিজেদের পেছনে খনন করে রেখেছিল। তারা যেহেতু নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়ে ছিল যাতে কেউ দৌড়ে পালাতে না পারে, তাই তারা একের পর এক সেই পরিখায় গিয়ে পড়তে থাকে। একজন পড়ে সে সাথে আরো দশজনকে নিয়ে পড়ত। ৮০ হাজার কাফের পিছু হটতে হটতে ইয়ারমুক নদীতে ডুবে মারা যায়। এক লক্ষ রোমানকে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে। আর প্রায় ৩ হাজার মুসলমান শহীদ হন। এটি ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ। *(রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাইফ সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ.২১-২৫) (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮১) (মো'জেমুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিশেষভাবে যুদ্ধের শেষ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা বিশেষভাবে ইকরামা (রা.) এবং তার সাথিদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পায়, তাদের মধ্য থেকে ১২ জন গুরুতর আহত, তাদের একজন ছিলেন ইকরামা। একজন মুসলমান সৈন্য তার কাছে আসে এবং ইকরামাকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখে বলে, হে ইকরামা! আমার কাছে পানির মশক আছে, তুমি কিছুটা পানি পান করে নাও। ইকরামা মুখ ফিরিয়ে দেখে তার পাশেই হযরত আব্বাস (রা.)-এর পুত্র হযরত ফযল (রা.) আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। ইকরামা সেই মুসলমানকে বলেন, আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারবে না যে, যে সকল লোক রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সে সময় সাহায্য করেছিল যখন আমি তাঁর চরম বিরোধী ছিলাম, তারা এবং তাদের সন্তানরা তৃষ্ণায় মারা যাবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব। একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের এক নব উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য প্রথমে তাকে, অর্থাৎ হযরত ফযল বিন আব্বাস (রা.)-কে পানি পান করাও। এরপর যদি কিছু থাকে তাহলে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। সেই মুসলমান হযরত ফযল (রা.)-এর কাছে যায়। তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও, সে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। সে সেই আহত ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, সে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে, প্রথমে তাকে পানি পান করাও। এভাবে সে যে সৈন্যের কাছেই যায়, সে তাকে অপরজনের কাছে পাঠিয়ে দেয় আর কেউই পানি পান করে না। সে শেষ আহত ব্যক্তির কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এরপর সে দ্বিতীয়/পূর্বের জনের কাছে ফিরে আসে আর এভাবে অবশেষে ইকরামার কাছে আসে কিন্তু ততক্ষণে তারা সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। *(হার আহমদী অওরত আহমদীয়াত কি সাদাকাতকা এক যিন্দা নিশান, আনোয়ারুল উলুম, ২৬তম খণ্ড, পৃ. ২৩০-২৩১)*

সিরিয়ার লোকেরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল, তাদের ভাষার ভিন্নতা ছিল আর বংশও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) তাদের মাঝে ন্যায় বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহাল করেন, প্রত্যেককে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করলেন আর এই ইসলামী প্রেরণা সঞ্চার করেন যে, সবাই আদমসন্তান এবং সকলে ভাই ভাই আর মানুষ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে কারো সাথে কারো কোন পার্থক্য নেই। অথচ অনেক সময় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলা হয় যে, গায়ের জোরে মুসলমান বানানো হয়েছে! তিনি (রা.) সেই রোমানদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রের পরিচিতি সুস্পষ্ট করেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। যে সব আরব সিরিয়াতে বাস করত এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা ছিল তারা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রচেষ্টার ফলেই ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়। তবলীগের ফলেই তারা (ইসলামে) এসেছে, বাহু বলে নয়। কিংবা মুসলমানদের আদর্শ দেখেই তারা (ইসলামে) এসেছে, যেমনটি ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রোমান ও খ্রিষ্টানরাও তাঁর (রা.) নৈতিকতায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধ জয়ের কিছুদিন পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর প্রয়ান হয়, অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হযরত উমর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার তত্ত্বাবধান এবং সেনাদলের নেতৃত্বের ভার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মনোয়নপত্র পৌঁছে সেই মুহূর্তে যুদ্ধ ছিল তুঙ্গে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তখন সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাই হযরত আবু উবায়দা (রা.) বিষয়টি প্রকাশ করেন নি। এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আপনি উক্ত বিষয়টি কেন গোপন করলেন? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, না বলার কারণ হলো সেই মুহূর্তে আমরা শত্রুর মুখোমুখী ছিলাম আর আমি আপনাকে কোনভাবেই মনঃকষ্ট দিতে চাই নি। মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী ইরাক ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে কিছু সময় নিজের কাছে রেখে দেন। যাত্রাকালে হযরত খালিদ (রা.) লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আনন্দিত হও! কেননা এই উম্মতের 'আমিন'। অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দা (রা.) তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল্লাহ্ তা'লার তরবারিসমূহের একটি। বস্তুত এমন ভালবাসা ও সম্মানজনক পরিবেশে উভয় নেতা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। *(রওশনসিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাইফ সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ.২৬-২৭)*

এই হলো মু'মিনের তাকওয়া, অর্থাৎ নামেরও বাসনা নেই, লোক দেখানোরও আকাঙ্খা নেই আর কর্মকর্তা সাজার বা পদেরও বাসনা নেই। লক্ষ্য কেবল একটিই আর তাহলো, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব এরাই হলেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। কাজেই প্রত্যেক কর্মকর্তার বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত এ বিষয়গুলো নিজেদের দৃষ্টিতে রাখা।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়। এটিও হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত/সম্পৃক্ত। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী সেনাদল ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। তারা যখন ফিলিস্তিনের শহরগুলো জয় করে বায়তুল মাকদাস অবরোধ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সেনাদলও তাদের সাথে যোগ দেয়। খ্রিষ্টানরা অবরোধের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে সন্ধি প্রস্তাব দেয় কিন্তু শর্ত দেয়, স্বয়ং হযরত উমর (রা.) এসে যেন শান্তি চুক্তি করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই প্রস্তাবটি হযরত উমর (রা.) কাছে পৌঁছে দেন, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিজের অবর্তমানে আমীর নিযুক্ত করে ১৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করে দামেস্কের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক জনবসতি জাবিয়ায় পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছলে উপস্থিত নেতারা তাঁকে স্বাগত জানায়, নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমার ভাই কোথায়? তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কার কথা বলছেন? তিনি (রা.) বলেন, আবু উবায়দা (রা.)। তখন অবগত করা হয়, তিনি এখনি এসে পড়বেন। ইতোমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.) উটনীতে আরোহণ করে এসে উপস্থিত হন এবং সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করেন। হযরত উমর (রা.) অন্য সবাইকে প্রস্থান করতে বলেন এবং নিজে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে তার আবাস্থলে যান। তার গৃহে পৌঁছে দেখেন, সেখানে কেবল একটি তরবারি, ঢাল, চাটাই এবং একটি পাত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত উমর (রা.)

বলেন, হে আবু উবাইদা! তোমার নিজের বাড়িতে যৎসামান্য জিনিসপত্র হলেও রাখা উচিত ছিল। ঘরে কিছু জিনিস হলেও রাখা উচিত। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! বাড়িতে জিনিসপত্র রাখলে তা আমাদেরকে আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত করে তুলবে। বাড়ির জন্য জিনিসপত্র আমি নিতে পারি ঠিকই, তবে এর ফলে আমি জাগতিক আরাম ও সুযোগ সুবিধা দেখে সেগুলোতেই মশগুল হয়ে যাব। এ কারণে আমি বাড়িতে এমন কিছু রাখা পছন্দ করি না। এসময়ে একটি প্রাণোদ্দীপক ঘটনাও ঘটে। এটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে । এ ঘটনা হলো হযরত বেলাল (রা.)-এর আযান দেয়া সংক্রান্ত। হযরত বেলাল মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আযান দেয়া বন্ধ করে দেন। এ উপলক্ষ্যে একদিন যখন নামাযের সময় হয়, তখন লোকেরা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে নাছোড় হয়ে নিবেদন করেন, তিনি যেন হযরত বেলাল (রা.)-কে আযান দেয়ার আদেশ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে যখন হযরত বেলাল (রা.) আযান দেন, তখন সকলেই আবেগ প্রবণ ও অশ্রু সজল হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) সবচেয়ে বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন, কেননা এই আযান তাকে মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *(রওশনসিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাইফ সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ.২৮-৩০) (মো'জেমুলবুলদান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)*

রোমানদের শেষ চেষ্টা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, ১৭ হিজরি সনে রোমানরা মুসলমানদের হাত থেকে ইরাক পুনরুদ্ধারের একটি শেষ চেষ্টা করেছিল। উত্তর সিরিয়া আলজজিরা এবং উত্তর ইরাক ও আরমেনিওদের কুর্দীমরুবাসী ও ইরাণীরা হেরাকেলের কাছে আবেদন জানাল, যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ায়ে তাদের সাহায্য করা হয়। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত একটি দল প্রদানের আশ্বাস দেয়। যদিও তখন পর্যন্ত হযরত সা'দ বিন আবিওয়াক্কাস (রা.) আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেখানকার মরুবাসীদের ওপর তখনও আধিপত্য বিস্তার লাভ হয় নি। রোমান সম্রাটের নৌ-বাহিনী তখনও বহাল ছিল। অতএব তিনি এটিকে সূবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং বিরাট এক নৌ-বাহিনী নিয়ে আক্রমন করেন। অন্যদিকে বেদুইন গোত্রগুলোর এক বিশাল বাহিনী হিমস অবরোধ করে ফেলে এবং উত্তর সিরিয়ার কতক শহর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে সাহায্য প্রেরণের পত্র লেখেন। হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন আবিওয়াককাস (রা.)-কে তাৎক্ষণিক কুফা থেকে সৈন্য প্রেরণের আদেশ দেন। অতএব হযরত সা'দ (রা.) কাকাহ বিন আমরের নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুফা থেকে প্রেরণ করেন। তা সত্ত্বেও রোমান সৈন্যদল এবং মুসলমান সৈন্যদলের সংখ্যার মাঝে ব্যপক পার্থক্য ছিল।

আবু উবায়দা (রা.) সেনাদের উদ্দেশ্যে এক প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা করেন এবং বলেন, হে মুসলমানগণ! আজ যারা অবিচলতা প্রদর্শণ করবে এবং জীবিত থাকবে তারা রাজত্ব ও সম্পদ লাভ করবে আর যারা মারা যাবে তারা শাহাদতের পদ মর্যাদা লাভ করবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুশরিক না হওয়া অবস্থায় মারা যাবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুই পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হল। মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই রোমানদের ভীত নড়ে গেল এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর মারাজুদ দিবাজ থেকে দশ মাইল দূরে মাসিসা নামক পাহাড়ী উপত্যকা পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থে তারা পালাতে থাকে আর এরপর কখনও কায়সারের সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনার সাহস হয় নি। *(আশারায়েমু বাশেরা, প্রণেতা বশীর সাজেদ, পৃ. ৮১৬-৮১৭, আল বদর পাবলিকেশন, উর্দূ বাজার, লাহোর, ২০০০) (সীরাতুস্ সাহাবা, প্রণেতা শাহ্ মুঈনুদ্দীন নাদভী, ২য় খণ্ড, দারুল ইশায়াত, উর্দূ বাজার, করাচি, পাকিস্তান) (মো'জেমুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)*

তাউনে আমওয়াস, এটিও একটি জায়গা। এটি রামলা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পথে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে, একে 'তাউনে আমওয়াস' বলার কারণ হলো এখান থেকে এই রোগের সূচনা হয়েছিল। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সিরিয়ায় অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছিল। কারো কারো মতে এর ফলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বুখারী শরীফের একটি রেওয়ায়েতে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) যখন 'সারগ' নামক স্থান, অর্থাৎ 'সরগ' হলো সিরিয়া এবং আরবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তবুক উপত্যকার একটি গ্রাম যা মদীনা থেকে ১৩ রাতের দূরত্বে অবস্থিত, পুরোনো ইতিহাসে এভাবেই লেখা হত, এর অর্থ প্রায় কয়েক হাজার মাইল হবে; সেখানে পৌঁছেন তখন তাঁর সাক্ষাৎ হয় সেনাদলের আমীর হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং তার

সঙ্গীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা হযরত উমর (রা.)-কে জানান, সিরিয়ায় প্লেগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। পরামর্শ করার জন্য হযরত উমর (রা.) প্রথম যুগের মুহাজিরদের নিজের কাছে ডেকে আনেন। হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে পরামর্শ করেন, কিন্তু (এ বিষয়ে) মুহাজিরদের মধ্যে মতভেদ হয়। কারো কারো মত ছিল এখান থেকে পিছু হটা ঠিক হবে না অথচ কেউ কেউ বলেন, এই বাহিনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবীরা অন্তর্ভুক্ত আছেন আর তাদেরকে এই মহামারীর মাঝে ঠেলে দেয়া সঙ্গত নয়। হযরত উমর (রা.) মুহাজিরদের ফেরত পাঠিয়ে আনসারদের ডেকে আনেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু আনসারদের মধ্যেও মুহাজিরদের মতানৈক্য দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) আনসারদের ফেরত পাঠান আর এরপর বলেন, কুরায়শের সে সব বয়োঃবৃদ্ধকে ডেকে আন যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসেছিল। তাদেরকে ডাকা হলে তারা সবাই এক বাক্যে পরামর্শ দিল, এঁদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে চলুন আর মহামারী কবলিত এলাকায় তাদেরকে নিয়ে যাবেন না। হযরত উমর (রা.) তাদের মাঝে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা করিয়ে দেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তখন প্রশ্ন তুলেন, আল্লাহ্‌র নিয়তি কি এড়ানো সম্ভব? উত্তরে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন, হে আবু উবায়দা, হায়! তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি এ কথা বলতো। হ্যাঁ! আমরা আল্লাহ্‌র (এক) নিয়তি এড়িয়ে তাঁরই (আরেক) নিয়তির দিকে যাচ্ছি। কেননা একটি নিয়তি হতে দূরে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু অপর নিয়তিও আল্লাহ্‌রই আর সে দিকে যাচ্ছি। তিনি (রা.) আরো বলেন, যদি তোমার কাছে উট থাকে আর সেগুলো নিয়ে তুমি এমন উপত্যকায় উপস্থিত হও যার দু'টি প্রান্ত রয়েছে। এক প্রান্ত যদি সবুজ শ্যামল এবং অপরটি রুক্ষ ও শুষ্ক হয় তাহলে বিষয়টি কি এমন হবে না যে, তুমি যদি নিজের উটগুলো সবুজ শ্যামল স্থানে চরাও তবে সেটিও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তি আর যদি তুমি সেগুলোকে শুষ্ক স্থানটিতে চরাও সেটিও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ভাগ্য?' বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)ও (সেখানে) চলে আসেন, যিনি এর আগে নিজের কোন ব্যস্ততার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি নিবেদন করেন, আমার কাছে এ সমস্যার সমাধান রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পেলে সেখানে তোমরা যেও না আর যেখানে তোমরা অবস্থান/বাস কর সেখানে যদি এমন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তাহলে সেখান থেকেও পালিয়ে বাইরে যাবে না। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ফিরে যান। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্‌তিব, বাব মাইয়ুযকারু ফিত্‌তাউনে, হাদীস নম্বর ৫৭২৯) (মো'জেমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত) (মো'জেমুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)*

তাউনে আমওয়াস সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন:

"হযরত উমর (রা.) যখন সিরিয়া যান এবং সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা তাউনে আমওয়াস নামে পরিচিত আর হযরত আবু উবায়দা (রা.) ও মুসলিম সেনাবাহিনী তাকে স্বাগত জানায় তখন সাহাবীরা পরামর্শ দেন, যেহেতু অত্র এলাকায় এখন প্লেগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আপনার ফিরে যাওয়া উচিত। হযরত উমর (রা.) এই পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন, তিনি ফিরে যাবেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বাহ্যিক বিষয়ে খুব জোর দিতেন। এই সিদ্ধান্তের কথা জানার পর তিনি (রা.) বলেন, 'আতাফির্‌রু মিনাল কাযা?' অর্থাৎ আপনি কি ঐশী নিয়তি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, 'আফির্‌রু মিন কাযায়িল্লাহি ইলাকাদারিল্লাহ্', অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তি থেকে তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের দিকে যাচ্ছি। এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং আরেকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত। উভয় সিদ্ধান্তই তাঁর, অন্য কারো নয়। অতএব আমি তাঁর সিদ্ধান্ত এড়ায়ে যাচ্ছি না, বরং তাঁর এক সিদ্ধান্ত হতে অপর সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, প্লেগের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর (রা.) পরামর্শ করার জন্য লোকদের একত্রিত করেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, পূর্বে থেকেই সিরিয়াতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে এমন পরিস্থিতিতে মানুষ কী করে? তারা বলে, প্লেগ দেখা দিলে মানুষ এদিক সেদিক চলে যায় এবং প্লেগ দুর্বল হয়ে পড়ে", অর্থাৎ শহরে না থেকে আশপাশের উন্মুক্ত জায়গায় চলে যায়। "এই পরামর্শের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি (রা.) বলেন, খোদা তা'লা একটি সাধারণ নিয়মও বানিয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্লেগ কবলিত অঞ্চল থেকে বের হয়ে আশপাশের উন্মুক্ত স্থানে চলে যায় সে বেঁচে যায়। সুতরাং এই বিধানও যেহেতু

খোদা তা'লারই বানানো, তাই তাঁর কোন বিধানের আমি বিরুদ্ধাচরণ করছি না। বরং তাঁর নিয়তি থেকে অদৃষ্টে ফিরে যাচ্ছি, অর্থাৎ খোদা তা'লা বিশেষ নিয়মের বিপরীতে তার সাধারণ নিয়মের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। অতএব তুমি এটি বলতে পারবে না যে, আমি পলায়ন করছি; আমি তো কেবল এক নিয়ম থেকে তাঁর অপর নিয়মে প্রত্যাবর্তন করছি।" *(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-১৭১)*

হযরত উমর (রা.) মদিনা ফিরে আসেন কিন্তু প্লেগের মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় তিনি খুবই বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। একদিন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পত্র লিখে পাঠান, তোমার সাথে আমার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, তাই এই পত্র পাওয়া মাত্রই মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। পত্র যদি রাতে হস্তগত হয় তাহলে সকাল হবার অপেক্ষা করবে না আর পত্র যদি সকালে পৌঁছে তাহলে রাতের অপেক্ষা করবে না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) উক্ত পত্র পড়ে বলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রয়োজনীয়তা জানি, আল্লাহ্ হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি কৃপা করুন তিনি তাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছেন যে টিকে থাকার নয়। দুশ্চিন্তার বিষয়টি কী এবং কী কারণে তা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত পত্রের উত্তর দিয়ে বলেন, হে আমীরুল মু'মিমনীন! আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে ডাকবেন না, এখানেই থাকতে দিন। আমি মুসলমান সিপাহীদের একজন, যা হবার তা হবেই। এ থেকে আমি কীভাবে বিমুখ হতে পারি? হযরত উমর (রা.) এই পত্র পাঠ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি তখন মুহাজেরদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! হযরত আবু উবায়দা (রা.) কি ইন্তেকাল করেছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, না! কিন্তু হয়তো ইন্তেকাল করবেন। *(সিয়ারুআরা মিননুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯, আবু উবায়দা বিন জারাহ্, মুয়াস্সা সাতুররি সালা, বৈরুত, ১৯৯২)*

এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে লিখেন, মুসলমানদেরকে এই অঞ্চল থেকে বের করে স্বাস্থ্যকর কোন এলাকায় নিয়ে যাও। যখনই কোন মুসলমান সিপাহী প্লেগের মহামারীতে শহীদ হত হযরত আবু উবায়দা (রা.) তখন কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্র কাছে নিজের শাহাদাত কামনা করতেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তখন তিনি দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! এতে, অর্থাৎ এই শাহাদাতে কি আবু উবায়দার পরিবারের কোন অংশ নেই? একদিন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর আঙ্গুলে একটি ছোট ফোস্কা দেখা দেয়। এটি দেখে তিনি (রা.) বলেন, আশা করছি আল্লাহ্ এই নগণ্য জিনিসে বরকত দিবেন আর বরকত হলে সামান্য জিনিসও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইরবায বিন সারিয়া বর্ণনা করেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) প্লেগে আক্রান্ত হলে আমি তাঁর সেবার জন্য তার কাছে যাই তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) আমাকে বলেন, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে উদারাময়ে মারা যায় সেও শহীদ, যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ আর যে ছাদ ধসে পড়ে মারা যায় সেও শহীদ। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি নসীহত করছি, তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তাহলে উপকৃত হবে। সেই উপদেশটি হলো, তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে, দান-খয়রাত করতে থাকবে, হজ্জ ও উমরা করবে এবং একে অপরকে পুণ্য কর্মের তাকিদপূর্ণ নসীহত করবে। তোমাদের আমীরদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তাদেরকে ধোকা দিবে না। দেখ! তোমাদের নারীরা যেন তোমাদেরকে আবশ্যকীয় কাজে উদাসীন না করে। মানুষ হাজার বছর জীবিত থাকলেও একদিন না একদিন তাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় যেভাবে আমিও চলে যাচ্ছি। আল্লাহ্ আদম সন্তানদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করবে, বুদ্ধিমান সে যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং সেইদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমীরুল মু'মিনীনকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে আর আমার পক্ষ থেকে নিবেদন করবে যে, সমুদয় আমানত আমি আদায় করে দিয়েছি। অতঃপর আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানেই দাফন করবে। অতএব, জর্ডানের বায়সান উপত্যকায় তার কবর রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) নামায পড়ার জন্য জাবিয়া থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী সিরিয়ার ফেহ্‌ল অঞ্চলে তার মৃত্যু হয় এবং বায়সানের পাশে তার কবর রয়েছে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার মৃত্যু শয্যায় হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। আবু উবায়দা মৃত্যুবরণ করলে হযরত মুয়ায (রা.) লোকদের বলেন, হে লোক সকল! আজ আমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি বিদায়

নিয়েছেন যার চাইতে অধিক স্বচ্ছ হৃদয়, হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত, মানুষের প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণকারী ও তাদের শুভাকাঙ্খী মানুষ আমি দেখি নি। দোয়া কর, আল্লাহ্ যেন তার প্রতি স্বীয় কৃপারাজী বর্ষণ করেন। *(রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারী সাইফ সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩৩) (সিয়ারুআরা মিননু বালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩, আবু উবায়দা বিন জারাহ্, মুয়াস্সা সাতুররি সালা, বৈরুত, ১৯৯২)*

হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) ১৮ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। *(আল ইস্তিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩, দারুল জীল, বৈরুতে ১৯৯২ সনে মুদ্রিত)*

হযরত উমর (রা.) একবার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে ৪ হাজার দিরহাম এবং ৪ শত দিনার পাঠান এবং তার বার্তা বাহককে বলে দেন, তুমি দেখবে এ অর্থ নিয়ে সে কী করে? এরপর সেই অর্থ নিয়ে বার্তা বাহক যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে পৌঁছে তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) সমুদয় অর্থ লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বার্তা বাহক ফিরে এসে পুরো বৃত্তান্ত হযরত উমর (রা.)-কে খুলে বলে। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি ইসলামে আবু উবায়দা (রা.)-এর ন্যায় লোক সৃষ্টি করেছেন।

হযরত উমর (রা.) একবার তাঁর সঙ্গীদের বলেন, যে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা কর। একজন বলে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, এ ঘর যেন সোনায় ভরে যায় এবং আমি যেন সেগুলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে পারি। আরেকজন বলে, আমার চাই ঘর যেন হিরা-জহরতে ভরে যায় যাতে আমি সেগুলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারি এবং সদকা করতে পারি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আরো কোন আকঙ্ক্ষার প্রকাশ কর। তখন তারা বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা আর কী আকাঙ্ক্ষা করব? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, এ ঘর যেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা.) এবং হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর মত লোকদের দ্বারাপূর্ণ থাকুক। অর্থাৎ এমন লোকের দ্বারা এ ঘর পূর্ণ থাকুক। *(আরমুস্তাদরেক আলাস্‌সহী হায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২, হাদীস নম্বর ৫০০৫, কিতাব মা'রেফাতুস্‌সাহা বাযিকরু মানাকেব সালেম মওলা আবিহুযায়ফা, দারুল কুতুবুর ইলমিয়া, বৈরুত ২০০২)*

অতএব এরা কতই না সৌভাগ্যবান! যারা এ জগতেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং পরজগতেও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন। তাঁর স্মৃতিচারণ আজ শেষ হলো।

কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো; তাদের স্মৃতিচারণ হবে। প্রথম জানাযা আমাদের শহীদের যিনি সম্প্রতি শহীদ হয়েছেন। (তিনি হলেন) পেশাওয়ার নিবাসী ফযল দীন খটক সাহেবের পুত্র প্রফেসর নঈমউদ্দীন খটক সাহেব। ০৫ অক্টোবর দুপুর দেড়টায় বিরোধীরা গুলি করে তাকে শহীদ করেছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন। সুপিরিয়র সাইন্স কলেজে তিনি অধ্যাপনা করতেন সেখান থেকে প্রায় দেড়টার সময় অধ্যাপনা শেষে ঘরে ফিরছিলেন; দুইজন মোটরসাইকেল আরোহী এসে তাকে গুলি করে এবং তাকে অকুস্থলেই শহীদ করে দেয়। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদের বয়স ৫৬ বছর ছিল। পঁচিশ বছর যাবত শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমফিল করেছিলেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে চীন যান এবং সেখানে মাইক্রো এনভাইরনমেন্টাল বায়োলজিতে পিএইচডি করেন। ফিরে এসে ইসলামিয়া কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন। পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। পিএইচডি'র ছাত্রদের ইন্টারভিউ প্যানেলের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে লেকচারের জন্য ডাকত। শিক্ষা বিভাগের সাথেই তিনি বেশী সম্পৃক্ত ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা রুকনুদ্দীন খটক সাহেবের মাধ্যমে হয়েছে। তিনি করক জেলার অধিবাসী ছিলেন আর দাদী মোহতরমা বিবি নূরনামা সাহেবাও আহমদী হয়েছিলেন।

তার দাদির পিতার নাম শের জামান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। কাদিয়ান থেকে ফেরার পথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি একটি আশিষ মণ্ডিত জামাও উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন যা তাদের পরিবারে আজও সংরক্ষিত রয়েছে। শহীদ মরহুমের পিতা ফযলদ্বীন সাহেব লাইভস্টক বিভাগে পশু ডাক্তার ছিলেন এবং ডেপুটি ডিরেক্টর থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সুপরিচিত কবিও ছিলেন। তার মামা হবুবাতুর রহমান সাহেব শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন এবং এপদে থাকতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার পরিবার কয়েক বছর ধরে বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আসছে। শহীদ মরহুমের শ্বশুর এ্যাডভোকেট বশীর আহমদ সাহেব পেশাওয়ারের চিনিপায়াঁ জামা'তের প্রেসিডেন্ট

ছিলেন এবং ২০১৯ সালে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল আর আজও জানা যায় নি কোথায় অর্থাৎ তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। শহীদ মরহুম জামা'তী দায়িত্ব পালনেও উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তার ডিউটির জন্য উপস্থিত থাকতেন। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল অতিথি সেবা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, দরিদ্রদের সাহায্য করা, পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। শিক্ষার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আহমদী ছেলেমেয়েদের বার বার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের নসীহত করতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরও উচ্চশিক্ষা প্রদান করেন। শহীদ মরহুমের স্ত্রী সাদিয়া বুশরা সাহেবা বলেন, শাহাদতের ১ সপ্তাহ পূর্বে তিনি রাবওয়ায় বেহেশতি মাকবেরায় যান এবং বলেন, হায়! আমরাও যদি এখানে একটু জায়গা পেতাম। আবার পরক্ষণেই বলেন, আমাদের কি আর এখানে কবরস্ত হওয়ার সৌভাগ্য আছে! যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তার বাসনা এভাবে পূর্ণ করেন যে, রাবওয়াতে তিনি কবরস্থ হয়েছেন। শহীদ মরহুমের শ্যালক ডাক্তার মুনীর আহমদ খান সাহেব বর্তমানে তাহের হার্ট ফাউণ্ডেশনে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, শহীদ মরহুম তাকে বলেছিলেন, এক বিরোধী প্রফেসর রয়েছে, সে তার ও তার সন্তানদের ছবি অপর বিরোধীদের দেখায় আর এদের হত্যা করার জন্য তাদের প্ররোচিত করে। মরহুমের বাড়ির বাইরেও বিরোধিতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছিল। মরহুমের শ্যালক বলেন, মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্বে তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের সাথে খাবার খান। উত্তরে তিনি বলেন, আমি লঙ্গরখানায় খাবার খাব কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানার খাবারের স্বাদ এবং বরকত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোন সময় আপনার এখানে খাবো। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী সাদিয়া নাসীম সাহেবা ছাড়া তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর অপর দুই মেয়ে পড়ালেখা করছে। তার এক ছেলে কলীমউদ্দীন খটক ইঞ্জিনিয়ার অপর ছেলে নূরুদ্দীন খটক প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার আরেকজন আত্মীয় অর্থাৎ নাভিদ আহমদ সাহেব পেশাওয়ার জামা'তের আমীর হিসেবে জামা'তের কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফেরাত ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের পুত্র স্নেহের উসামা সাদেকের, যিনি জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্র ছিল। সম্প্রতি জার্মানীর রাইন নদীতে ডুবে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল বিশ বছর। পাকিস্তানের গুজরাত জেলার চক সিকান্দরের অধিবাসী ছিলেন। ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন। পিতামাতা ছাড়া তার পাঁচ বোন এবং এক ভাই আছে। তাদের বংশে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগে তার দাদাদের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে এবং তার দাদা আপন দুই ভাইকে নিয়ে আহমদী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ভাইয়েরা আহমদীয়াত থেকে সরে যায় কিন্তু তার দাদা আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নানার বংশে তার বড় নানা হযরত শাহ মুহাম্মদ সাহেব এবং তার পিতা হযরত লঙ্গর মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তারা ১৯০৩ সালে জেহলমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮৯ সনে চক সেকান্দারে জামা'তি অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক মিছিল মিটিং হয়। তখন স্নেহাস্পদের পিতামাতাকেও অনেক বিরোধিতার শিকার হতে হয়। স্নেহাস্পদের মাতাকেও প্রহার করা হয়। তার পিতা সাদেক সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় আর সেই মামলা সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। যাহোক, পরবর্তীতে তারা জার্মানী চলে আসেন। প্রাথমিক কিছুটা পড়ালেখা সে পাকিস্তানেই অর্জন করেছিল আর এখানে এসে সে জামেয়াতে ভর্তি হয়। সম্প্রতি সে তৃতীয় বর্ষের পড়ালেখা সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এমনই ছিল আর তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তার পিতার ভাষ্য হলো মরহুমের যত প্রশংসাই করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। কেননা অল্প বয়সেই সে অনেক কাজ করেছে। একজন ছাত্র হিসেবে সে খুবই কুশলী ছিল। তার অধিকাংশ সময় কাটতো পড়াশোনায়। করোনার কারণে গত ছয়মাস সে বাড়িতে কাটিয়েছে। বাজামা'ত নামায পড়ার পাশাপাশি সে রমযানের সবগুলো রোযাও রেখেছে আর একই সাথে বাজামা'ত তারাবির নামাযও পড়াতো। ছুটির পর জামেয়া ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ক্রোড়ে ফিরে যায়। তার মাতা বলেন, সে অনেক গুণের অধীকারী ছিল এবং অত্যন্ত দায়িত্ববোধ নিয়ে সব কাজ করত আর এটি (মাথায় থাকত যে) কাজ দ্রুতসম্পন্ন করতে হবে। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। খুবই সল্পভাষী প্রয়োজনের সময় কথা বলত। পিতামাতার খুবই অনুগত সন্তান,

দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল কিন্তু বিচক্ষণ এবং বিভিন্ন ভাষায় গভীরজ্ঞান লাভের চেষ্টা করত। এজন্য সে আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল। জার্মানির ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ফরিদ সাহেব লিখেন, উসামা বেশকিছু গুণের অধিকারী ছিল আর সেগুলোর মাঝে একটি গুণ ছিল তবলীগি কার্যক্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা। মৃত্যুর পূর্বেও সে লাগাতার তিন দিন ফ্লায়ার বিতরণের জন্য পূর্ব জার্মানি অবস্থান করে। ফ্লায়ার বিতরণের জন্য বলা হলে কখনোই অস্বীকৃতি জানাত না বরং উৎসাহের সহিত অংশগ্রহণ করত। জার্মানি জামেয়া থেকে পাশ করা মুরব্বী সোহেব নাসের বলেন, আমার চেয়ে চার বছর নীচে ছিল কিন্তু ইবাদত করার ক্ষেত্রে সে আমার জন্য আদর্শ ছিল। নামাযের জন্য মসজিদে তাকে অধিকাংশ সময় প্রথম সারিতে দেখেছি, নামাযের পূর্বে মসজিদে এসে নফল নামায পড়ত। নামাযের পর অধিকাংশ সময় যিকরে ইলাহীতে রত থাকত। সে সেসব ছাত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা সর্বপ্রথম মসজিদে আসে এবং সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হয়। একইভাবে জুমুআর নামাযেও সে প্রথম সারিতে বসত। জামেয়ার পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ আন্তরিক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার পিতামাতও ভাইবোনকে ধৈর্য দান করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো সেলিম আহমদ মালেক সাহেবের। তিনি প্রথমে এখানে সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাথে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর যখন জামেয়া আরম্ভ হলো তখন জামেয়ার শিক্ষকও ছিলেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ৮৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা হযরত মালেক নূরুদ্দীন সাহেব এবং পিতা হযরত মালেক আযীয আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতার একটি ঘটনা তার মাতা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তাদের বাড়িতে কোন অসুস্থতার দরুণ মালেক সাহেবের পরিবারের অর্থাৎ দাদার দিকের পরিবারের অনেক লোক মৃতু বরণ করে। তখন তার দাদি সম্ভবত হযরত হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের কাছে বাচ্চার এ অবস্থার কথা বলেন। মওলানা সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে তাকে দেখার জন্য তাদের বাড়ি আসেন এবং দেখে বলেন, বাচ্চার বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। কেবল দোয়াই তাকে রক্ষা করতে পারে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং দোয়ার আবেদন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয় মসজিদে আকসার সিঁড়িতে এবং সেখানেই তিনি দোয়ার আবেদন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা এখনই গিয়ে শিশুটিকে দেখে আসি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের বাড়ি যান আর ঘরে প্রবেশ করে শিশুটির কপালে হাত রাখেন এবং বলেন, এই শিশু ইনশাল্লাহ্ অচিরেই সুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং এটি হুযূর আকদাস (আ.)-এর দোয়ারই নিদর্শন ছিল যে, শিশুটি আরোগ্য লাভ করে আর এরপর মরহুমের পিতা সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। সেলিম মালেক সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে অর্জন করেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর শিয়ালকোট চলে যান কলেজের লেখাপড়া সেখানেই করেন। সেখান থেকে করাচি চলে যান সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর পর্যন্ত জিওলজিক্যল ক্যামেস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন। মরহুমের শুরু থেকেই ইউ কে জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম ও তরবিয়ত মনোনীত হন। বহুদিন পর্যন্ত সেক্রেটারী উমরে খারেজা ছিলেন। জামা'তের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান বিভাগে অনেক কাজ করেছেন। আহমদীদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনাকারী হিউম্যান রাইটস কমিটির সাথে দুইবার পাকিস্তানে গিয়ে রিপোর্ট তৈরি করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনেক বড় ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো প্রত্যেক বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাগানো হয়ে থাকে মরহুম মালেক সাহেব ১৯৯২ সালে ইউ কে এবং স্পেনে জামা'তের স্টল লাগানো এবং সেগুলো ওর্গানাইজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৯৭ সালে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে কমিটি করা হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) গঠন করেন তাতে সেলিম মালেক সাহেবকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। একইভাবে জামেয়া আহমদীয়া ইউকে-এর শুরু হওয়া পূর্বের কমিটি গুলোরও তিনি সদস্য ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়া ইউকে- আরম্ভ হওয়ার সময় তাকে চীফ এ্যাডমিনিস্টেটর নিযুক্ত করা হয়। এই দায়িত্ব তিনি ১৩ নভেম্বর ২০০৫ সাল পর্যন্ত পালন করেছেন।

জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রদের তিনি ইংরেজি ও ইতিহাস পড়ানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন আর তা তার মৃত্যু পর্যন্ত জারী ছিল। যখন ইসলামাবাদ ক্রয় করা হয় তখন হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনায় তিনি সেখানে যথারীতি লাইব্রেরি বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। মরহুম একজন অত্যন্ত ধার্মিক, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, মানুষের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী ও সদালাপী, একজন দাঈইলাল্লাহ্, অতিথি পরায়ণ, খেলাফতের সাথে অত্যধিক ভালবাসা এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী একজন বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পেছনে তার স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং বেশ কয়েকজন দৌহিত্র-দৌহীত্রী রেখে গেছেন। তার ভাগ্নে মিয়াঁ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন ১৯৬০ সনে লন্ডন আসার সময় তার বাবা মালেক আযীয আহমদ সাহেব অসুস্থ অবস্থায় তার ছেলেকে নসীহত করেন। নসীহতগুলো এমন ছিল যে, প্রথমত জামা'তের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। বিলেতে যাচ্ছ বলে, সেখানকার চাকচিক্যে হারিয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত, সব সময় যথা হারে চাঁদা আদায় করবে, কেননা এটাও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য জরুরী। তৃতীয়ত, কেউ যদি সাহায্য চায়, তোমার যতই কষ্ট হোক না কেন সেক্ষেত্রে কখনো পিছু হটবে না। তিনি বলেন, পিতামাতার নসীহত আমি সর্বদা মেনে চলেছি। তার ভাগ্নে লিখেন, তিনি এ কথা বলেন নি তবে পরে আমি জানতে পেরেছি যে, একবার তার কোন এক আত্মীয়ের মোটা অংকের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিজ বাড়ী বিক্রি করে তার সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তবে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে দিয়েছেন, তার চেয়েও বড় বাড়ি তিনি পেয়ে যান। জ্ঞানের দিক থেকে বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। প্রথমদিকে যখন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি তাকে জানতাম না, তখন আমি মনে করেছিলাম যে, তিনি হয়তো সাধারণ কোন আহমদী, ইংরেজি পড়ান, হয়তো ভালো ইংরেজি জানেন। কিন্তু পরে জানতে পারি, তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় ও অনেক অগ্রগামী ছিলেন এবং সর্বদা জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। খেলাফতের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখতেন। জ্ঞানের দিক থেকে তিনি জীবন্ত ইনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষভাবে ইতিহাসে তার ভালো দখল ছিল এছাড়া ইংরেজি বা উর্দু সাহিত্যের প্রতি তার অনেক আর্কষণ ছিল কিন্তু কখনো তিনি নিজের জ্ঞান জাহের করতেন না। অন্যদেরকে ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবি ও পাকিস্তানি শ্রেণির মাঝে তার ভাল জানাশোনা ছিল। তিনি সবসময় এই সম্পর্ককে জামা'তের কল্যাণে ব্যবহার করতেন। মরহুম যখন সেক্রেটারী উমুরে খারেজা ছিলেন তখন তিনি লর্ড ইব্রির সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তার মাধ্যমেই লর্ড ইব্রির সাথে আমাদের জামা'তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সংসদ ভবনে আমার সর্বপ্রথম যে ভিজিট হয়েছিল তাতেও মালেক সাহেবর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আর্জেন্টিনার মুরব্বী সিলসিলাহ মারওয়া নসর ওয়ারগিল বলেন, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের কারণে জামেয়ার সমস্ত ছাত্রের কাছে এবং আমার কাছেও তার বিশেষ সম্মান ছিল। কিন্তু জামেয়া পাশ করার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেন। আমার যখন আর্জেন্টিনায় পদায়ণ হয় তখন তিনি খুব আনন্দিত হন আর আমাকে বলেন, তুমি যেহেতু প্রাথমিক মোবাল্লেগ এই জন্য অনেক কাজ করতে হবে এবং জামা'তের নাম উজ্জল করতে হবে। এছাড়া সঠিকভাবে তবলীগ করতে হবে এবং বিশেষভাবে সেখানকার ভাষা শিখবে আর ভাষার মান এ পর্যায় নিয়ে যাবে যেন পত্রিকায় তোমার প্রবন্ধ ছাপে। জ্ঞানের প্রতি তার অনেক আগ্রহ ছিল।

অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁর পাঠাগারে নিয়ে যেতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারও ছিল। বেশ কয়েকজন ছাত্র এবং মুরুব্বী আমাকে লিখেছে, তিনি বলতেন, আমার বাড়িতে এসেছ; এখান থেকে নিজের পছন্দমত যেকোন একটি বই নিয়ে যাও; এটি তোমার জন্য (আমার) উপহার। তিনি সবসময় বলতেন, জামেয়া আহমদীয়া একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কাছে খলীফাতুল মসীহ্র অনেক বড় প্রত্যাশা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকেফে জিন্দেগীদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করা উচিত। মারওয়ান সাহেব আরো লিখেন, আর্জেন্টিনা যাত্রা করার আগে আমাকে তিনি বিশেষ করে নসীহত করে বলেন, ভাষা শিক্ষায় এতটা দক্ষতা অর্জন করবে যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, (পত্রপত্রিকায়) যেন স্প্যানিশ ভাষায় তোমার প্রবন্ধ ছাপে। তিনি একথাও বলেন যে, আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে। আমি কখনো আলস্য প্রদর্শন করলে তিনি নিজেই যোগাযোগ করতেন এবং চিঠি লিখতে বলতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন, সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মকে একইভাবে খেলাফত ও জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। □

কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক কর্তৃক অনুদিত

প্রতিদিন কিছু হলেও দান সাদাকা করুন

দান সাদকা কি শুধু টাকা দিয়েই হয়?

নাহ! টাকা ছাড়াও হয়!

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

১) "তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।"

২) "তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।"

৩) "পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।"

৪) "স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ (অর্থাৎ দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানোও সাদকা)।"

৫) "পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।"

৬) "তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।" *(সুনান আত তিরমিজী, হাদিস নম্বর: ১৯৫৬)*

৭) "পানি পান করানোর চাইতে বেশি নেকি আর কোনো সদকাতে নেই।" *(বায়হাকী শু'আবুল ঈমান ৩১০৫)*

আরো হলো,

১) একবার সুবহানাল্লাহ্ বলা একটি সদকা।

২) একবার আলহামদুলিল্লাহ্ বলা একটি সাদকা।

৩) একবার আল্লাহু আকবার বলা একটি সদকা।

৪) একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা একটি সাদকা।

৫) নিজ হাতে লাগানো গাছের পাতা, ফল কোন প্রাণীতে খাওয়া একটি সাদকা।

৬) কাউকে একটি বোঝা তার বাহনে তুলে দিতে সহযোগিতা করা একটি সদকা।

৭) কাউকে একটি বোঝা তার বাহন থেকে নামাতে সহযোগিতা করা একটি সদকা।

৮) বিবাদমান দু'ব্যক্তির মাঝে সুবিচার করা একটি সাদকা।

৯) একটি উত্তম কথা একটি সাদকা।

১০) সালাতের জন্যে মসজিদের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সদকা। *(সহীহ মুসলিম, ৭২০, ১০০৬, ১০০৯, ১৫৫৩; মুসনাদে আহমাদ, ২১৪৭৩-৭৪)*

মহান আল্লাহ্ তা'লার কত দয়া! আমাদের নেকীর পালা ভারী, জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকতে ও পরিবার, সমাজ সুন্দর করে গঠন করতে কত কত চমৎকার পন্থা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে নয় বরং আরও অন্য অনেক উপায়েও দান (সদাকা) করা যায়।□

সংগৃহীত: ***ড. সুম্ভোলিন শাহাদাত***

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য কাজ

সংকলন: **আমিনা নুদরাত**

আহমদীয়া মুসিলম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহে.)-এর ইন্তেকালের পর ২০০৩ সালের ২২ শে এপ্রিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী দ্বিতীয় কুদরতের চিহ্ন স্বরূপ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক খিলাফতের যুগেই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে আহদীয়াতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পঞ্চম খিলাফতেও এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আজ অবধি তিনি (আই.) মহান আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন পুষ্ট হয়ে বিশ্বের দুইশরও বেশি জাতি ও অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা দশ মিলিয়নেরও বেশি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যেদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং প্রশাসনিক নেতা হিসেবে পবিত্র দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাদের কাজসমূহকে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশামপাশি বিভিন্ন নতুন দিকনির্দেশনার মাধ্যমে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন এবং আমরা আহমদী মুসলমানরা আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁর খিলাফতের সুশীতল ছায়ায় থেকে জামা'তের উন্নতি অবলোকন করার সৌভাগ্য লাভ করছি। সত্যিই এটি আমাদের জন্য এক পরম পাওয়া।

শান্তি উদ্যোগ:

১) হুযূর (আই.) বিশ্বের অন্যতম শীর্যস্থানীয় ধর্মীয় নেতা যিনি সর্বদা শান্তি ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রচার করে যাচ্ছেন। তিনি (আই.) তাঁর খুতবা, বক্তৃতা, বই এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার এর মাধ্যমে অবিরত আল্লাহ্‌র নির্দেশনা প্রচার ও মানবতার সেবা করে চলেছেন। পাশাপাশি তিনি (আই.) বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পার্থক্যের পক্ষে তাঁর সমর্থন প্রচার করছেন।

২) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) প্রিন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়ার সকল আধুনিক প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের শান্তির বার্তা প্রচার করে চলেছেন। তাঁর পবিত্র নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় জাতীয় পর্যায়ে আহমদী জামা'তগুলো বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ইসলামের সত্য ও শান্তির শিক্ষা প্রচার করছে। আহমদী মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে লক্ষাধিক 'শান্তি' লিফলেট মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার মাঝে বিতরণ করেন। পাশাপাশি আন্তঃধর্মীয় 'শান্তি কর্মশালা' আয়োজন, কুরআনের বাণী ও শিক্ষা প্রচারার্থে কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালা বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয় যাতে ইসলামকে শান্তি, দেশপ্রেম ও মানবতার অনন্য রক্ষাকর্তা হিসেব উল্লেখ করা হয়।

৩) ২০০৪ সালে হুযূর (আই.) বার্ষিক পিস সিম্পোজিয়াম চালু করেন যেখানে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাদের মত বিনিয় করেন। প্রতিবছর এই সিম্পোজিয়ামে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

৪) ২০০৯ সালে হুযূর (আই.) ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যারা শান্তি ও মানবিকতার পথে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাদের সম্মানে "আহমদীয়া মুসলিম প্রাইজ ফর দ্য এডভান্সমেন্ট অব পিস" নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা করেন।

৫) ২০১২ সালে হুযূর (আই.) কর্তৃক শান্তি, ন্যায় ও একতার বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে আমেরিকান কংগ্রেস ও ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট উভয়েই সরাসরি উপকৃত হয়।

৬) ২০১২ সালের ২৭শে জুন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (ই.)-কে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটেল হিল এ সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। যেখানে হুযূর (আই.) ৩০ জনেরও অধিক কংগ্রেস সদস্যদের সামনে তাঁর মূল বক্তব্য "শান্তি পথ– জাতিসমূহের মাঝে ন্যায়বিচারপূর্ণ সম্পর্ক" প্রদান করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিকতায় হুযূর (আই.)-এর আগমনের সম্মানে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ একটি দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কের সূচনা হয়।

৭) ২০১২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর হুযূর (আই.) ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টসহ ৩০টি দেশের ৩৫০ জনেরও বেশি অতিথির উদ্দেশ্য ৩৫ মিনিটের ঐতিহাসিক মূল বক্তব্য

উপস্থাপন করেন যেখানে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের একতা ধরে রাখার জন্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আহ্বান জানান।

৮) ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের গিল্ডহলে 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সম্মেলন'-এ তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহনশীলতা, সম্মান বিষয়ে ইসলামের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এর শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর প্রতি আলোকপাত করেন।

এছাড়াও হুযূর (আই.) কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ডাচ পার্লামেন্টে বিভিন্ন সময়ে মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

জনসেবা:

হুযূর (আই.) মানবতার সেবা প্রদান সহজ করা ও প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন। তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিবর্গ, সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্রদূতদের সাথেও সাক্ষাত করে থাকেন। হুযূর (আই.) উন্নয়নশীল জাতিসমূহের কৃষির উন্নয়নে সাহায্য প্রদান করা এবং খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা সহজতর করার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা দূর করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আহমদী স্থপতি ও প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সেবাধর্মী ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তিনি (আই.) সরাসরি তদারকি করে থাকেন। আল্লাহ্‌র কুদরতের মহিমায় তাঁর (আই.) বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এই সংগঠনের সুযোগ ও অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও 'হিউমিনিটি ফাস্ট' নামক একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানও হুযূর (আই.)-এর তত্ত্বাবধানে তাদের কাজ পরিচালনা করছে।

এছাড়াও হুযূর (আই.)-এর নেতৃত্বে আহমদী জামা'ত বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করেছে যেখানে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি জামা'তের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে হুযূর (আই.) বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে বিশ্বের অনেক সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য অর্থ সাহায্য করে থাকেন।

এমটিএ-র উন্নয়ন:

হুযূর (আই.)-এর নেতৃত্বে এমটিএ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এমটিএ-র আটটি চ্যানেল এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলভেদে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়াও ইউটিউব-এর মাধ্যমেও এমটিএ প্রচার করা হচ্ছে। ফলে আমরা নিয়মিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা শুনতে ও দেখতে পাই। এছাড়াও ২৪ ঘণ্টাই অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। যাতে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হচ্ছি। পাশাপাশি এমটিএ স্টুডিও-এর সংখ্যাও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ নিজস্ব অনুষ্ঠান নির্মাণ করে প্রচার করছে।

ভার্চুয়াল মুলাকাত:

বর্তমান করোনাা মহামারীর সময়ে হুযূর (আই.) ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আহমদী সদস্যদের সাথে নিয়মিত সরাসরি সাক্ষাত প্রদান করছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এর মাধ্যমে আমরা সরাসরি হুযূর (আই.)-এর সাথে কথা বলতে পারছি এবং সরাসরি তাঁর দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারছি।

জামেয়া প্রতিষ্ঠা:

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারের জন্য মোবাল্লেগ তৈরির উদ্দেশ্যে জামেয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবছর নতুন নতুন মোবাল্লেগ পাশ করে বের হচ্ছেন এবং হুযূর (আই.)-এর নির্দেশক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত আছেন।

প্রকাশনা:

পঞ্চম খিলাফতের সময় আল্লাহ্‌র সাহায্য ও কৃপায় প্রকাশনা ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ এবং পুনঃপ্রকাশনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তকের অনুবাদও হচ্ছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকার অনলাইন ভার্সন প্রকাশের পাশাপাশি ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমেও আহমদীয়াতের ব্যাপক প্রচার হচ্ছে।

হুযূর (আই.) তাঁর ২৮ মে, ২০২১ তারিখের জুমুআর খুতবায় এক অংশে বলেন, "আমার কোনো যোগ্যতার কারণে এসব হচ্ছে না বরং এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, সাহায্য ও সমর্থন। যেমনটি তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর এগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণেই হচ্ছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জামা'তকে অবশ্যই উন্নতি দান করবেন। কিন্তু খিলাফত দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য আমাদেরকেও নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে তার প্রতি বিনত হতে হবে। খিলাফতরূপী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত, খিলাফতের আনুগত্যের স্বার্থে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে নিজেদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই আমরা কেয়ামত পর্যন্ত নিজেদের বংশধরদের খিলাফতের প্রতি অনুগত ও অনুরক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করতে পারব।" *(alislam.org, হুযূর (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ২৮শে মে ২০২১)* □

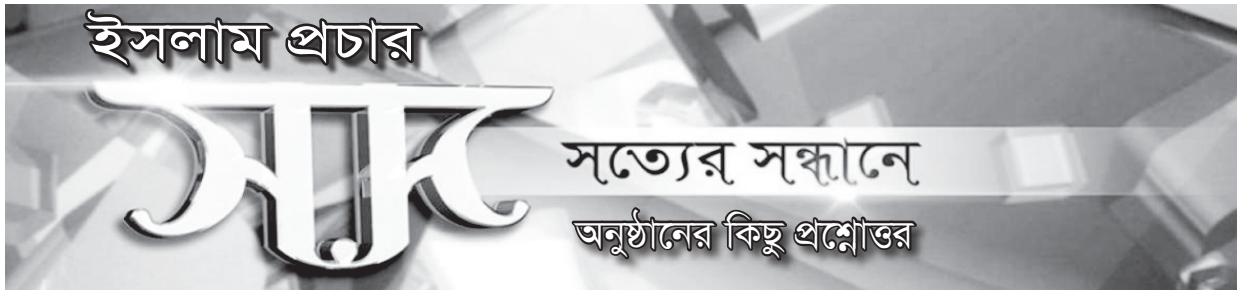

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ মেহেরবাণীতে পবিত্র কোরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সত্য ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছে। মানুষের মাঝ থেকে হারিয়ে যাওয়া ঈমান পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অনুসারীগণ নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং পুস্তক প্রণয়ন ও ধর্মীয় আলোচনা সভায় দাওয়াত জানানোর মাধ্যমে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক 'মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া' বা 'এমটিএ' চ্যানেলের বাংলা অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জগদ্বাসীর কাছে খাঁটি ইসলাম পৌঁছানোর চেষ্টা চালু আছে। বাংলাদেশ বা প্রবাসী বাঙালি যারাই আছেন মাতৃভাষায় সহজবোধ্যভাবে ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জানতে প্রয়াস পাবেন। মহানবী (সা.) যে ইসলামের শিক্ষা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা থেকে বর্তমান যুগের মানুষ দূরে সরে গেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই ইসলামকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতেই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের ঘোষণা দিয়েছেন। নিম্নে 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করা হল:

মে মাসের সাথে ইসলামের ইতিহাস ও আহমদয়াতের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের পুনর্বাসন ও পুনর্জাগরণের সম্পর্ক নিহিত আছে। সে যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুতি ও আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ নির্দেশনা অনুযায়ী যে পবিত্র মানবের আগমন হয়েছিল তাঁর নাম ছিল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে এ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছিলেন ২৬ মে ১৯০৮ সালে, এখন প্রায় ১১৩ বছর পূর্বে। তিনি লাহোরের আহমদীয়া বিল্ডিং-এ ইন্তেকাল করেছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁর মরদেহ ট্রেন যোগে লাহোর হতে কাদিয়ানে নিয়ে আসা হয় এবং কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরার এক কর্ণারে যেখানে হযরত আম্মাজান (রা.) একটি মাকাম আছে সেই মাকামের একটি কক্ষে তাঁর পবিত্র মরদেহ রাখা হয়। জামা'তের সদস্যগণ তাঁর পবিত্র মরদেহ দেখেন এবং দোয়া করেন। পুরো জামা'ত দোয়ায় রত হয়। এরপর পুরো জামা'ত সম্মিলিতভাবে বেহেশতী মাকবেরার একটি জায়গায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে হযরত হেকিম মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন ২৭ মে ১৯০৮ সালে এবং তিনি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইমাম মাহদী (আ.)-এর জানাযা পড়ান। অতঃপর কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র মরদেহ দাফন করা হয়।

এই ২৭ মে দিনটিতে আহমদী জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোদা তা'লা যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আহমদীরা সারা বিশ্বে অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্য পরিবেশে এই ২৭ মে দিনটি খিলাফত দিবস হিসেবে উৎযাপন করে আসছে। খিলাফতের গুরুত্ব, কল্যাণ, প্রয়োজনীয়তা এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে আমরা কীভাবে লাভবান হতে পারি এই দিনে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করে থাকি। আমরা আমাদের নিজেদের মাঝে যে দুর্বলতা আছে তা ঝালাই করে নেই এবং পুনরায় অঙ্গিকার করি।

প্রশ্ন: ইমাম মাহদী (আ.)-এর ইন্তেকাল এবং এরপর জামা'তের অবস্থা কীরূপ ছিল? খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে?

উত্তর: হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এসেছেন। ইমাম মাহদী এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)– হিসেবে তার ইন্তেকালের পর রসূলুল্লাহ্

(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৭ মে ১৯০৮ সালে। তার ইন্তেকালের পূর্বে ও ইন্তেকালেরর সময়ে যে অবস্থা বিরাজ করছিল সেসময়ের কিছু ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃতুর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কয়েকবার সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তার শেষ ক্ষণ বা বিদায় লগ্ন বেশি দূরে নয়। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাকে কয়েক বছর পূর্ব থেকে সংবাদ দেয়া হচ্ছিল। যার প্রেক্ষিতে তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার এবং এ ধরনের সংবাদ পাওয়ার পরে তিনি আল-ওসীয়্যত পুস্তিকা লিখেছেন। ১৯০৫ সালের পুস্তক এটি। এই পুস্তকে তিনি আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি জামা'তকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন, জামা'তকে নসীহত করেছেন। তিনি লিখে গিয়েছেন যে, আমার বিদায়ের কথা শুনে তোমরা দুঃখভারাক্রান্ত হবে না, এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি সাধারণ নিয়ম। আমার যাওয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী বরকতের ধারা তোমাদের চির সাথী হবে, সেটিকে হুযূর (আ.) কুদরতে সানীয়া আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ খোদা তা'লা পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা প্রকাশের দ্বিতীয় যে রূপ সেটি খিলাফতের মাধ্যমে হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ইন্তেকালের পূর্বে যে সমস্ত ওহী ও এলহামগুলো নাযিল হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয়জনদের বিশেষ করে নবী-রাসূলদের তাদের মৃত্যুর পূর্বে বেশির ভাগ সময় সংবাদ দিয়ে থাকেন।

তার প্রতি যে এলহামগুলো হয়েছিল সেগুলো শোনা ও জানা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন সময়ে তার মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা শত্রুরা বলে থাকে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তার পবিত্র নবীকে পবিত্র ভাষায়, স্নেহের ভাষায় বলতে থাকেন তার বিদায়ের সময় বেশি দূরে নয়। যেমন– একটি এলহাম এমন ছিল, "যুগের ও কালের যে প্রভাব, সেই প্রভাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করো না।" অর্থাৎ কালের প্রভাব পরছে, যাওয়ার ক্ষণ সন্নিকটে। আরেকটি এলহাম ছিল যে, "এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর ভরসা করো না।" আরবীতে এলহাম হয়েছিল, "আযালুকা কারিব।" অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর সময় সন্নিকটে। ফারসিতে এলহাম হয়েছে, "তোমার বিদায়ক্ষণ সন্নিকটে, তুমি আনন্দিত হও, প্রস্তুতি নাও।" এ ধরনের বহু এলহাম রয়েছে হুযূর (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবন সাথী হযরত আম্মাজান (রা.)-এর শরীর কিছুটা খারাপ ছিল তাই তিনি অনুরোধ করেন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লাহোর যেতে হবে। সেজন্য তিনি লাহোর যাত্রা করেন হযরত আম্মাজান (রা.)-কে নিয়ে ২৭ এপ্রিল ১৯০৮ সালে। তাদের সাথে ১১ জন সফর সঙ্গী ছিলেন। পথে অমৃতস্বরে অনেকের সাথে দেখা হয়, অনেক গয়ের আহমদীও দেখা করতে আসে, অনেক উচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও তার সাথে মোলাকাতের জন্য আসেন। সেখান থেকে হুযূর (আ.) লাহোর পৌঁছান এবং আহমদীয়া বিল্ডিং-এ অবস্থান করেন। সেই বিল্ডিং-এ বেশ কয়েকটি ঘর ছিল। সেখানে অবস্থানকালে তিনি তার কাজ গুছিয়েছেন। সেখানে থাকাকালীন তার উপর এলহাম হয়, "তোমার সফরের প্রস্তুতি নাও যাত্রার সময় সন্নিকটে।"

আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার অন্তিম যাত্রা সম্পর্কে। খোদা তা'লার প্রেরিত মানুষ তিনি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করতে এসেছেন তার মৃত্যু নিয়ে কোন চিন্তা ছিল না। তিনি চেষ্টা করছিলেন বাকী রয়ে যাওয়া কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে সফরের প্রস্তুতির জন্য। মৃত্যুর সফরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার কাজ করার মাধ্যমে। এই সময়ে তিনি অনেকের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং জামা'তকে তাওহীদের নসীহত করেছিলেন। যে একত্ববাদ আমাদের জীবনের প্রাণ, ধর্মের প্রাণ সেই একত্ববাদ, তাওহীদের উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাকো। তারপর এক আমেরিকান প্রফেসরের সাথে সাক্ষাত করেন, তাকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের যুক্তি ও প্রমাণ তুলে ধরেন, সেই ব্যক্তি পরবর্তীতে ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অনেক বড় বড় আলেম তার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন, লাহোর ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা হয়। সেখানে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয় তার মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে। তিনি তার বক্তৃতায় মানুষকে নসীহত করে বলেছেন, "ইসা কো মারনে দো ইসমে ইসলাম কী হায়াত হ্যায়।" অর্থাৎ ঈসা (আ.)-কে মরতে দাও এর মধ্যে ইসলামের জীবন নিহিত।

এরপর ১৭ মে লাহোরে রইসদের উদ্দেশ্যে যেখানে বড় বড় নেতারা ছিল, তাদের সাথে ডাক্তার, প্রফেসর, বিভিন্ন পেশাজীবীরাও উপস্থিত ছিল। তাদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বক্তৃতা করেন এবং বলেন, "ইসা কো মারনে দো ইসমে ইসলাম কী হায়াত হ্যায়।" অর্থাৎ ঈসা (আ.)-কে মরতে দাও এর মধ্যে ইসলামের জীবন নিহিত আছে। "এ্যায়সাহি ঈসায়ি মুসুয়িকি বাজায় ঈসায়ি মুহাম্মাদিকো আনে দো ইসমে ইসলাম কি নাযমত হ্যায়।" অর্থাৎ তোমরা মুসায়ি ঈসা যার অপেক্ষা করে বসে আছো তার পরবর্তী মুহাম্মদী ঈসার জন্য অপেক্ষা কর, যার মাঝে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম নিহিত আছে। এভাবে তিনি বিভিন্ন ওয়াজ, নসীহত করতে থাকেন।

তিনি এরপর 'পয়গামে সূলেহ' নামে একটি পুস্তক লিখেন। পুস্তকটি ২৫ মে আসরের সময় লিখা শেষ হয়। তার এত বেশি কাজের জন্য স্নায়ুর উপর অনেক বেশি প্রভাব পরে যে, তিনি অবস হয়ে যান। তিনি সাধারণত লেখার পর ঘুরা ফিরার জন্য বাইয়ে বের হতেন কিন্তু কাজের ব্যস্ততার জন্য তিনি বাইরে যেতে পারেন নি। বই লেখা শেষ হওয়ার পর তিনি বলেন, আজকে একটু বাইরে ঘুরতে যাব। তখন ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হয়। তিনি বলেন, কোচোয়ানকে বলো আমার কাছে এক রুপিয়া আছে তাতে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর ঘুরিয়ে আনতে। এটি মহাপুরুষের ইনসাফের প্রমাণ। এরপর তিনি ফিরে আসেন। রাতে খাবার খান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এমনিতেই আগে থেকে দাস্ত হওয়ার প্রবণতা ছিল, সেদিনও এটি হয়েছিল। খাবার খাওয়ার পর রাত ১২ টির দিকে তাকে আবার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়। এতে তিনি দুর্বল হয়ে যান এবং ক্রমশ দুর্বল হতে থাকেন। তার স্নায়ু স্পন্দন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। তিনি হযরত আম্মাজানকে ডাকেন। আম্মাজান জিজ্ঞেস করেন মৌলবী হেকিম সাহেবকে ডাকবে কিনা? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মৌলবী সাহেবকে ডাকো। অর্থাৎ মৌলবী হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)-কে ডাকতে বলেছেন, সাথে হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)-কেও ডাকা হয়। পরবর্তী সকালে হুযূর (আ.)-এর অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে যায়। দুর্বলতা এতো বেড়ে যায় যে, তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, খলীফা সানীর ছোট ভাই হুযূর (আ.)-এর এমন অবস্থা দেখে খুবই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। কিন্তু তখনও হুযূর (আ.) জীবিত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি চেতনা ফিরে পান। চেতনা ফিরার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন নামাযের সময় হয়েছে কিনা? তাকে বলা হয় যে, নামায আরম্ভ হয়েছে। তিনি নামায আরম্ভ করেন কিন্তু আবার চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পুনরায় চেতনা ফিরে পান। আবার নামায আরম্ভ করেন। এমনটি রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনে ঘটেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন নামাযের সময় হয়েছে কিনা? নামাযের সময় যখনই একটু কথা বলতে পারছিলেন মুখ থেকে সে শব্দই বের হচ্ছিল যে শব্দ রসূলে করীম (সা.)-এর অন্তিম বাক্য ছিল যে, 'আল্লাহুম্মা বে রাব্বিকুল আলা'। আর মসীহ্ মাওউদ (আ.) উর্দু ভাষায়, "ম্যারে প্যায়ারে আল্লাহ্, ম্যারে প্যায়ারে আল্লাহ্।" অর্থাৎ হে আমার প্রিয় খোদা। এই অবস্থার পর অর্থাৎ নামায পড়ার চেষ্টা, আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্কে এই বাক্যগুলো বলতে বলতে এক পর্যায়ে এমন হয় যে আর কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। এরপর জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন কিনা? সেসময় তার চেতনা ছিল বা লিখার সামর্থ ছিল। কাগজ আনা হয়েছে। তিনি লিখতে চাচ্ছিলেন কিন্তু সম্ভব হয় নি। একজন ছিলেন যিনি কলম স্ট্যাডি করছিলেন যে মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি লিখতে চাচ্ছেন। তিনি সৈয়দ মেহেদী হাসান সাহেব এটি দেখছিলেন যে, কলম ঘুরাচ্ছেন তাতে জিহ্বা শুকিয়ে গেছে, গলা শুকিয়ে গেছে বলতে পারছি না। ওষুধ দাও– এটি বলছেন। এরপর তাকে ওষুধ খাওয়ানো হয়।

পরবর্তী দিন ২৬ মে সকাল ৯টায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন আর আম্মাজানের বিভিন্ন দোয়ার কথা উল্লেখ আছে। সচরাচর যা ঘটে থাকে অন্যান্য মানুষ যাদের ধর্মের সাথে সম্পর্ক নেই, যারা বস্তুবাদী তারা হা-হুতাশ আরম্ভ করে, যেটি আমরা দেখে থাকি। কিন্তু হযরত আম্মাজান আল্লাহ্র দরবারে দোয়া পেশ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে এবং সেখানে তিনি পরিবারের কাউকে হা-হুতাশ করতে দেন নি, বিলাপ করতে দেন নি। দু' একজন মহিলা কাঁদছিল। তিনি তাদের বলেন, "আমার স্বামী আল্লাহ্র কাছে চলে যাচ্ছে আমি কাঁদছি না, বিলাপও করছি না। আর তোমরা কারা।" আল্লাহ্র সত্তার উপর এই ছিল তার ভরসা। সকাল সাড়ে ১০টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মরদেহ কাদিয়ান নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে। লাহোরের সিভিল সার্জনের কাছ থেকে তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট আনা হয়। ডা. ইয়াকুব বেগ সাহেব এবং মোহাম্মদ হোসেন শাহ সার্টিফিকেট্ আনেন। বিকালে ট্রেনে করে তার মরদেহ কাদিয়ানে আনা হয়।

পরবর্তী দিন ২৭ মে সকাল ৯টায় কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরায় তার পবিত্র মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র শক্তিমত্তার যে বিকাশ ও কুদরত প্রকাশ পেয়েছে সেখানে জামা'ত খলীফাতুল আউয়াল হযরত হেকিম মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.)-কে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রথম খলীফা নিযুক্ত করে তার হাতে বয়আত করেছে। এরপর তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জানাযা পড়ানোর পর দাফন সম্পন্ন করা হয়। এভাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আ..)-এর ইন্তেকালের পর আহমদীয়া জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ... *(চলবে)* □

*সংগ্রহ: **ইঞ্জি. সিদ্দিকা সেগুফতাহ্***

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

যেহেতু খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষতে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহর কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিনাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলভীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক। □

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত,
তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

কর্তব্য

ডাঃ সুস্তলীন সাহাদাত

আজ ভোরবেলা থেকেই ফরিদা বেগমের বা দিকের চোখটা দিয়ে পানি পড়ছে অনবরত। ফলে দৃষ্টি মাঝে মধ্যেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তার। ভাগ্যিস আজ শুক্রবার, বাবু আর ওর বউ আজ বেলা করে ঘুমোবে, সাথে জিসানও। তাই আজ তারও ছুটি। সাপ্তাহিক ছুটি। আজ তিনি নিজের জন্য খানিকটা সময় পাবেন আলাদা করে। নির্বিঘ্নে গোসল করবেন, তার দু'একটা কাপড় ধুয়ে দেবেন, চুলে তেল দেবেন, সময় পেলে পুরোনো পত্রিকায় খানিক চোখও বুলাবেন। ওহ্! চোখের প্রসঙ্গে মনে পড়লো, বাবুকে আজই বলতে হবে চোখ দিয়ে পানি পড়ার ব্যাপারটা।

অন্যান্য দিন ওরা দুই স্বামী-স্ত্রীই সকাল সকাল যে যার কাজে বেরিয়ে যায়! ঘরে থাকেন তিনি, ক্রন্দনরত আট মাসের জিসান আর দশ বারো বছরের বানেসা। সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তিনটি প্রাণী এই চার কামরার ফ্ল্যাটে বন্দী। তার সারাটা দিন কাটে বানুকে সাথে নিয়ে বউমার নির্দেশ মতো নাতীর দেখ ভাল করতেই। ঘড়ি ধরে ধরে খাওয়া, গোসল, ঘুম, পটি সবটাই। সকাল এগারোটায় ফলের রসটা, চারটায় নরম সেদ্ধ ডিমের সাদাটা। এসবের একটু নড়চড় হলেই বউমার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে স্বামী হারিয়ে, তিন সন্তানসহ বাপের ভিটায় ফেরেন ফরিদা বেগম। জীবনের বহু ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে তবেই তিনি আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বড় ছেলে জাহাঙ্গীর, সরকারি চাকুরে, বউ আর দুই কন্যাসহ সিলেটে আছে। একমাত্র মেয়ে লাবনী, স্বামীর সাথে ইটালী থাকে, এক ছেলে ওদের। আর তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রাশেদ, ভাল চাকরী করে, বছর চারেক হলো নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে। বউমা বড় ঘরের মেয়ে, সেও চাকরী করে। জিসান ওদের একমাত্র সন্তান।

জিসান জন্মাবার পরপরই তার এই বাড়ীতে আসা। বাবু বলেছিল, "মা তুমি সারাদিন শুধু তোমার নাতীকে নিয়ে খেলবে ব্যাস।" খেলতে খেলতে নিজের অজান্তেই এ আট মাসে ফরিদা বেগমের কাঁধে সংসারের দায়িত্ব কীভাবে যেন এসে গেছে। না ঠিক দায়িত্ব বলাটাও ভুল, নির্দেশ মতাবেক বউমার অবর্তমানে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সামলানো। যেমনটা আজকালকার কর্মব্যাস্ত সন্তানেরা তাদের বৃদ্ধ অথচ কর্মঠ মা-বাবার কাছে প্রত্যাশা করে।

"বাবুরে, আজ ভোর থেকে না আমার বা চোখটা দিয়ে ভীষণ পানি পড়ছে। একটু দেখে দিবি? একটা ওষুধ এনে দিবি বাবা?" রাশেদ জিসানকে নিয়ে বসার ঘরে খেলছিল। একথা শুনেই সাথে সাথে সে বলে উঠল, "আরে পাগল হলে নাকি? এ সপ্তাহে আমার মরারও টাইম নাই। রিমুর এক কাজিনের বিয়ে। ব্যাচেলরস পার্টি, মেহেদি নাইট, হলুদ-সন্ধ্যা, কাবিন, বিয়ে, রিসেপশন, প্রি আর পোস্ট মেরেজের ম্যালা কিছু। ও তুমি বুঝবে না। দেখছো না আজ থেকেই রিমু কেমন বিজি, মার্কেট থেকে ফিরেই আবার পার্লারে দৌড়াবে। এর মাঝে ডাক্তারের নামও নিও না তো, মা।"

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে দম নিলো রাশেদ। "ডাক্তার লাগবে না বাবা, তুইই যদি একটু দেখে...!" মায়ের কথা শেষ হবার আগেই ঝাঁঝিয়ে উঠলো রাশেদ, "আরে আমি কি ডাক্তার নাকি? একটু সহ্য করো, বিয়ের ঝামেলাটা মিটুক। নেক্সট উইকের শেষে দেখছি।" চুপ হয়ে যায় ফরিদা বেগম। তার মনে পড়ে যায় মাস ছয়েক আগের কথা। সামান্য সর্দি কাশির জন্য যক্ষ্মাসহ কত কি পরীক্ষা, কড়া কড়া সব দামী ওষুধ। প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও পরে ছেলে আর বউয়ের কথপোকথনে টের পেয়েছিলেন, ওটা মায়ের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিলো না বরং ছিলো তাদের সন্তানেরও কাশি সংক্রমণের ভয়।

তার ভীষণ আদরের বাবুর বিরক্ত দৃষ্টির আড়াল হতে বারান্দায় চলে আসেন ফরিদা বেগম। নিজের সন্তানদের প্রতি জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্তব্য করতে করতে আজ নিজেকে নিজের কাছেই বড় ফেলনা, বড় অপ্রয়োজনীয় মনে হয় তার। নিজের অগোচরেই চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে আসে তার দৃষ্টি। "আহা কি মুসকিল! চোখের পানি পড়াটা তো খুব জ্বালাচ্ছে। এই তো আর দিন দশেক। এরপরই তার বাবু তাকে ডাক্তার দেখাবে, ওষুধ কিনে দেবে, সে ভাল হয়ে যাবে।"

[বিঃদ্রঃ বাড়ীর বয়োবৃদ্ধদের যত্ন নিন, তাদের সময় দিন। বাৎসরিকভাবে চোখের ও শারীরিক মেডিকেল চেকআপ করান। চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখে কম দেখা, বিশেষকরে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে অবশ্যই নিয়মিত চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।] □

The Finest Institution For Women- AUW

Tuba Ahmad, Chattogram

Chittagong has its reasons to have gained so much love and popularity over time to time. The hillside roads, beaches and the tourist spots- make Chittagong unique and beautiful. But there's also something major here which makes Chittagong exclusive from other cities and i.e 'Asian University for Women' which is the only international university for women in Bangladesh.

AUW is the first of its kind– a fully independent, regional institution dedicated to women's education and leadership development. AUW promises to educate and empower women leaders through the transformative power of liberal arts and sciences education.

As AUW is an international educational institutions, it can be tagged as one of the most prominent universities of Bangladesh. Since the inception of AUW in Chittagong in 2008, it has been playing a significant role in pioneering women of not only Bangladesh but also the whole Asia continent's women.

Currently AUW has more than 600 students enrolled from 15 different countries across Asia and the Middle East. AUW has a student faculty ratio of 13:1 as opposed to much higher student-to-teacher ratios in the region. Students come to AUW from great distances and diverse perspectives so a variety of culture and ethnicity are seen all the time.

One of the many amazing things about this institution is they ensure 24/7 security in the campus which is very

essential for women. AUW has inhouse dorms and all foreign students have to stay inside the campus only.

We all know that the most common concern for higher studies is tuition fees. But the good news is AUW admits students solely on the basis of merit, regardless of their family's income level. AUW strives to meet the demonstrated financial need of each admitted student and offers full and partial scholarships based on each student's financial circumstances. All financial aid awards are assessed prior to the beginning of each academic program.

Now let's come to my favourite part about AUW. It has 27+ extracurricular activities and clubs. And it includes many interesting clubs such as Chef Club, Mental Health Wellbeing Club as well as Debate Club, MUN Club etc. They arrange club fair every year along with many tournaments and competitions.

AUW is indeed an asset of Bangladesh. One gets the privilege to enjoy the Port City's beauty too while studying in AUW. So keep AUW in mind while choosing or suggesting someone an institution to study at! ◻

কাঁঠালের পুষ্টি ও ঔষধি গুণ

সংগ্রহ: **নওশীন আঞ্জুম**

আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে নেয়ামতের অভাব নাই। প্রকৃতির মাঝেই আমাদের অনেক উপকারী উপকরণ আছে। বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। সব ঋতুর মাঝে আমার গ্রীষ্ম কাল প্রিয়। কারণ অনেক মজাদার ফল পাওয়া যায় আর প্রতিটি ফল অনেক উপকারী। গ্রীষ্মকালের ফলের মাঝে অন্যতম কাঁঠাল।

কাঁঠালের পুষ্টি ও ঔষধি গুণ

* হাড় মজবুত ও শক্ত করে।
* রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
* চোখ ভালো রাখে।
* কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
* দেহের রক্তাল্পতা দূর করে।
* কাঁঠাল হজম শক্তি বাড়ায়।
* কাঁঠাল ত্বকের জন্য ভালো।
* কাঁঠালে চর্বির পরিমাণ নিতান্ত কম। এই ফল খাওয়ার কারণে ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা খুবই কম।
* কাঁঠাল ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।
* উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে এবং হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।
* কাঁঠাল হাঁপানি প্রতিরোধ করে।
* কাঁঠাল থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
* পাইলসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
* রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।
* সর্দি-কাশি রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
* টেনশন এবং নার্ভাসনেস কমাতে কাঁঠাল বেশ কার্যকরী।
* দুগ্ধদানকারী মা তাজা পাকা কাঁঠাল খেলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
* প্রতিদিন ২০০ গ্রাম তাজা পাকা কাঁঠাল খেলে গর্ভবতী মহিলা ও তার গর্ভধারণকৃত শিশুর সব ধরনের পুষ্টির অভাব দূর হয়।
* গর্ভবতী মহিলারা কাঁঠাল খেলে তার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকে এবং গর্ভস্থসন্তানের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।
* দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করে।
* আলসার এবং বার্ধক্য প্রতিরোধে সক্ষম।
* বদহজম রোধ করে কাঁঠাল।
* কাঁঠাল রক্তে শর্করা বা চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
* রক্ত সংকোচন প্রক্রিয়া সমাধানেও ভূমিকা রাখে।

আল্লাহ্ তার সৃষ্টি থেকে আমাদের সকল নেয়ামত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। মহান আল্লাহ্‌র এসব নেয়ামত গ্রহণ এরপর বেশি বেশি শুকরিয়া করা উচিত, আলহামদুলিল্লাহ্।

সার্কুলার

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমসমূহ:

আগামী ২০২২ সালে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনের শতবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে (২০১৯-২০২২) এই ৩ বছরের জন্য কিছু কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে–

- **স্বারক মসজিদ বাস্তবায়নের কাজ।**
- **শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বরণিকা ছাপানো।**
- **তবলীগ দপ্তর:**
  - ৩ বছরে এক লক্ষ অ-আহমদী বোনকে আহমদীয়াত এর সংবাদ পৌছানো।
  - ৫০০ জনকে বয়াত গ্রহণের টার্গেট নেয়া হয়েছে।
- **ওসীয়্যত দপ্তর:**
  - বাংলাদেশের উপার্জনশীল ৫০% লাজনা বোনকে ওসীয়্যতকারী করা।
- **খেদমতে খালক দপ্তর:**
  - বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি
  - সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি
  - ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
  - বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা পরিদর্শন
- **তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ:**
  - লাজনা, নাসেরাত, শিশু, বৃদ্ধা ১০০% আদায়
- **তরবিয়্যত দপ্তর:**
  - শতভাগ নামায পড়া
  - শতভাগ কোরআন তিলাওয়াতকারী
  - জামাতী কার্যক্রমে উপস্থিতি শতভাগ
  - বয়াতের শর্ত মুখস্তকারী শতভাগ
  - বই পড়া কর্মসূচী শতভাগ। ইমাম মাহদী (আ.)-এর ৩৮ টি বই বাংলায় অনুদিত হয়েছে, সেই বইগুলো পড়ার কার্যক্রম।
  - শতবার্ষিকী রচনা প্রতিযোগিতা ১৫০০ শব্দের মধ্যে– **"একটি সুন্দর পরিবার ও সমাজ গঠনে লাজনা ইমাইল্লাহ্র সার্থকতা।"**
- **নও মোবাঈন:**
  - ১০০% নও মোবাঈন এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।
- **তালীম দপ্তর:**
  - কুরআন তিলাওয়াত এ ৬টি সূরা
  - নযম ৬টি
  - দোয়া ১২টি
  - হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বই ১৫টি
  - কুরআন শিক্ষার জন্য ৫০জন শিক্ষক তৈরি করা
  - উর্দূ বা আরবী ক্লাসের ব্যবস্থা করা
  - গ্রাম ভিত্তিক ২৫% কোরআন নাযেরা পড়তে পারা
  - শহর ভিত্তিক ২৫% লাজনা ও নাসেরাতদের শব্দ ভিত্তিক কুরআন পড়তে পারা
- **নাসেরাত দপ্তর:**
  - কোরআন তিলাওয়াত এ/বি গ্রুপের ৬টি সূরা
  - কুরআন তিলাওয়াত সি১/সি২ গ্রুপের জন্য ছোট ১৫টি সূরা
  - হাদীস ২০টি (সি১/সি২ গ্রুপের জন্য)
  - হাদীস ১২টি (এ/বি গ্রুপের জন্য)
  - এ ও বি গ্রুপের বই ৩টি
  - সি১ ও সি২ গ্রুপের বই পরিচিতি ২০টি
  - **দোয়া:** এ/বি গ্রুপের ১২টি, সি১/সি২ গ্রুপের ১২টি
  - নযম এ/বি ৬টি
  - এ/বি গ্রুপের স্বরচিত বাংলা নযম প্রতিযোগিতা
  - সি১/সি২ গ্রুপের দেশ সম্পর্কিত ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: লাজনা এবং নাসেরাতের বিস্তারিত সিলেবাস লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের বুলেটিনের জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।]

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিসে পালিত কার্যক্রম

লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা

• লাজনা ইমাইল্লাহ, ঢাকার উমুরে তোলাবা দপ্তরের অধীনে স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের কার্যক্রম:

১। গত এপ্রিল মাসে লা.ই.ঢা.-এর পিঠা উৎসবে উমুরে তোলাবা দপ্তর প্রায় ৪৫টির মত পুরাতন বই ও গাইড বিতরণ করে। উল্লেখ্য পুরাতন বই, গাইড বিতরণ এই দপ্তরের একটি সারা বছর ব্যাপী কার্যক্রম।

২। স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রীরা ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সাধারণ মিটিং-এ আল ওসিয়ত, ইসলামে পর্দার দর্শন, সবুজ ইশতেহার বইয়ের উপর আলোচনা ও অনুষ্ঠান তৈরি ও উপস্থাপনায় অংশ নেয়। মে মাসের সাধারণ মিটিং পরিচালনা ও 'একটি ভুল সংশোধন' বইয়ের উপর প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে পুরো বইটির আলোচ্য বিষয় আকর্ষণীয় ও যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে।

৩। নাসেরাতুল আহমদীয়ার অনলাইন অনুষ্ঠান তৈরিসহ বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করছে।

৪। হুযূর (আই.)-এর খুতবার উপর সাপ্তাহিক কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নপত্র তৈরি করছে।

৫ । লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশের IT বিভাগে ছাত্রীরা কাজ করছে।

৬। ছাত্রীরা পরিবেশ সুরক্ষায় গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে বকশিবাজার দারুত তাবলীগ মসজিদে লাজনাদের প্রাঙ্গন গাছ দিয়ে সজ্জিত করে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ, ঢাকার সাধারণ মিটিং-এ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১১৮ জন যুক্ত হয়েছিলেন।

সুলতানা নুসরত জাহান, সেক্রেটারী উমুরে তোলাবা

• অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, ওষুধ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছে–

এপ্রিল মাসে: আহমদী- ২৫০ এবং অ-আহমদী- ৮২৫ পরিবারকে।

মে মাসে: আহমদী- ৩০০ এবং অ-আহমদী- ৬৭৬ পরিবারকে।

ইফতার সামগ্রী বিতরণ: গত ২১.০৪.২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কর্মহীন ৫৪ টি পরিবারের মাঝে ছোলা, ডাল, মুড়ি, তেল-এর একটি করে প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ: গত ১২.০৫.২০২১ তারিখ কর্মহীন অসহায় ১০০ টি পরিবারের মাঝে চিনি, লিকুইড দুধ, লাচ্ছা সেমাই-এর একটি করে প্যাকেট তৈরি করে তা বিতরণ করা হয়।

৫ জুন ২০২১ তারিখে প্রবীণ ও নাসেরাতদের নিয়ে সাধারণ সভায় ঈদ পুনর্মিলনী ও খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণদের ছোটবেলায় কীভাবে রোযা ও ঈদ উদযাপিত হতো, বকশীবাজারে ওই সময় কী ধরনের ঈদ আয়োজন থাকত এবং খিলাফত ব্যবস্থা ও জামা'তি দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রবীণগণ।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর

• বার্ষিক ইজতেমা পালন:

গত ২৬ আগস্ট, ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে ২৭তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান স্বল্প পরিসরে করোনার সরকারী স্বাস্থ্যবিধি মেনে পালিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমা সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ৫০ জন এবং নাসেরাত ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

• দাঈ ইলাল্লাহ্ ক্লাসের আয়োজন:

গত ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে দাঈ ইলাল্লাহ্ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে ১ম দিন ২৫ জন লাজনা; ২য় দিন ১৬ জন লাজনা এবং ৩য়দিন ১৭ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া সবার মাঝে দাঈ ইলাল্লাহ্ বই বিতরণ করা হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

• বার্ষিক কর্মশালা পালনঃ

গত ১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালায় প্রত্যেক সেক্রেটারীকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালাটি শুরু হয়। তাছাড়া দুপুরে খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মেহমানসহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

• সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালনঃ

গত ১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস শরীফ পাঠ এবং নযম পরিবেশনের পর নবী করীম (সা.)-এর জীবনী নিয়ে বক্তরা আলোচনা করেন। উক্ত দিবসে লাজনা ৫০ জন, নাসেরাত ১৫ জন, এবং শিশু ৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

• আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর সম্মেলনঃ

গত ২৭ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের উপর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনে ওসীয়্যত বই পড়ে ওসীয়্যত করার জন্য নির্দেশনা দেন। উক্ত সম্মেলনে লাজনা ৩৪ জন এবং ১ নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

• বার্ষিক বনভোজন পালনঃ

গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত বনভোজনে লাজনা ও নাসেরাতদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয় এবং ছোট পরিসরে মিনাবাজার অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বনভোজনের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

• যিকরে খায়ের অনুষ্ঠানের আয়োজনঃ

গত ২০ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরে মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে যিকরে খায়ের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা-৮৩ জন, নাসেরাত ৩৪ জন এবং শিশু ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

• লাজনাদের মুসলেহ মাওউদ দিবস পালনঃ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ইং তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদের জন্ম, বাল্যজীবন এবং ধর্মপ্রচারে তার অবদান এবং বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এতে উপস্থিতির সংখ্যা লাজনা ৬৫ জন, নাসেরাত ১৯ জন এবং শিশু ১৩ জন।

• নাসেরাতের মুসলেহ মাওউদ দিবস পালনঃ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে আহমদনগরের নাসেরাতদেরকে নিয়ে প্রথমে মুসলেহ মাওউদ (আ.) দিবস এবং পরে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। উক্ত একুশে ফেব্রুয়ারীতে নাসেরাতদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধভাবে বাংলা পাঠের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে এবং দোয়া পড়িয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে উপস্থিত সংখ্যা লাজনা ৮ জন নাসেরাত ১৮ জন এবং শিশু ৩ জন।

• মেহেদী ও পিঠা উৎসবঃ

গত ০২ মার্চ, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে মেহেদী উৎসব এবং পিঠা উৎসব পালন করা হয়। পিঠা উৎসবে ৩৩ জন লাজনা পিঠা তৈরী করে এনেছেন যা প্রদর্শন করা হয়। ডিজাইন এবং স্বাদ অনুযায়ী পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মেহেদী উৎসব এবং পিঠা উৎসবের সমাপ্তি হয়। এতে লাজনা ৮৩ জন, নাসেরাত ৩৪ জন এবং শিশু ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

• সীরাতুন নবী (সা.) দিবস পালনঃ

গত ০২ মার্চ, ২০২১ইং তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত জলসায় পবিত্র কুরআন পাঠ, হাদীস শরীফ পাঠ করেন। উক্ত দিবসে মহান নবী (সা.) বাল্যজীবন এবং জীবনের নানাদিক সমূহ আলোচনা করা হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি হয়। উপস্থিতির সংখ্যা লাজনা ৪১ জন, নাসেরাত ৩৫ জন এবং শিশু ৫ জন এবং আহমদী মেহমান ৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

• উমুরে তোলাবা বিভাগে লেখাপড়া বিষয়ক সেমিনারঃ

গত ৮ মার্চ, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমনগরে লাজনা ও নাসেরাতদের উমুরে তোলাবা বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের (লেখা-পড়া বিষয়ক প্রভৃতি দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ক্লাসটি পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা এবং উমুরে তোলাবার সেক্রেটারী মরিয়ম কানেতা। উক্ত সেমিনারে ছাত্রী ৩২ জন উপিস্থিত ছিলেন।

• মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালনঃ

গত ২৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। উক্ত দিবসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যজীবন এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত দিবসটি দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবসে উপস্থিত লাজনা ৫৫ জন নাসেরাত ১৮ জন এবং শিশু ১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

• আঞ্চলিক তালিম ও তরবিয়তি ক্লাসঃ

গত ২৩ থেকে ২৫ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ৩দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরে আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, প্রভৃতি শিখানোর পর পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাছাড়া ৩টি জামা'তের উপস্থিতির ভিত্তিতে খেলাধূলার ব্যবস্থাও করা হয়। উক্ত ক্লাসে ১ম দিনে ২৬৪ জন, ২য় দিনে ২৭৫ জন এবং ৩য় দিনে ২৮৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

• তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ সেমিনারঃ

গত ৩০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগরের উদ্যোগে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ এর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীস শরীফ পাঠ করার পর জেলা সদর সাহেবা নাসিমা বশির সাহেবা তাহ্রীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিলকিস তাহের ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ এর বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সেমিনার সমাপ্তি হয়। এতে লাজনা ৩০ জন, নাসেরাত ৫ জন এবং শিশু ৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্নিগ্ধা রহমান, সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদনগর

লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

• মহান সিরাতুন্নবী (সা.) দিবস পালনঃ

গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রামের উদ্যোগে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে মোহতরমা নীলুফার মমতাজ সাহেবা "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া কবুলিয়াতের ঘটনা" নিয়ে আলোচনা করেন। এই দিবসে ৪৪ জন লাজনা, ১০ জন নাসেরাত, ৫ জন নওমোবাইন, ২ জন শিশু সহ মোট ৬১ জন উপস্থিত ছিলেন।

• পিঠা উৎসব ও মিনা বাজার এর আয়োজনঃ

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রামের উদ্যোগে লাজনা ও নাসেরাতদের পিঠা উৎসব ও মিনা বাজারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ১৩ জন সদস্যা হাতে তৈরি জিনিস ও পিঠা বিক্রি করেন। সকাল ১১ টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাঝে জুমুআর খুতবা ও নামাযর বিরতির পর বিকাল ৫ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। এই প্রোগ্রামে ৭২ জন লাজনা, ২৫ জন নাসেরাত, ৫ জন শিশু, ১ জন নও মোবাইন, ৫ জন মেহমান, ৫ জন আতফালসহ ১১৩ জন উপস্থিত ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে মোহতরমা প্রেসিডেন্ট সাহেবার নসীহতমূলক বক্তব্য ও বিক্রেতাদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

• স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালনঃ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয় আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে ৩৫ জন লাজনা, ১৪ জন নাসেরাত, ৪ জন শিশু, ১ জন নও মোবাঈন, ৪ জন আতফাল ও ২ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

• নাসেরাতুল আহমদীয়ার মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনঃ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে নাসেরাতুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে জুমে নাসেরাতদের মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত প্রোগ্রামে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা রওশন আরা আহমদ, প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নাইমা বুশরা, জেলা সদর। পবিত্র কুরআন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই প্রোগ্রামে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কুইজের আয়োজন ও করা হয়। সব শেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবা ও জেলা সদর সাহেবার নসীহতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে প্রোগ্রাম শেষ হয়। এতে ২৭ জন নাসেরাত অংশ নেন।

• স্থানীয় জামাতের উদ্যোগে নও মোবাঈন সম্মেলন পালনঃ

গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের উদ্যোগে নও মোবাঈন সম্মেলন পালন করা হয়। ২৫ তারিখে ১ জন লাজনা নও

মোবাঈন, ৪ জন নাসেরাত নওমোবাইন এবং ২৬ তারিখে ১১ জন লাজনা নও মোবাঈন, ১০ জন লাজনা নও মোবাঈন, ২ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। ২৬ তারিখে একজন নতুন সদস্যা বয়াত নেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

• নাসেরাতুল আহমদীয়ার সীরাতুন্নবী (সা.) দিবস ও রমযান উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার পালনঃ

গত ১৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে চট্টগ্রামের নাসেরাতদের সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা ও রমযান উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার জুমে আয়োজন করা হয়। কুরআন তিলাওয়াত এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়। মহানবী (সা.,)-কে ঘিরে বক্তৃতা প্রদান করা হয় এবং রমযানের কি কি করণীয় এবং রমযান সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়। অবশেষে আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট সাহেবার বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এতে অংশগ্রহণ করে ২৪ জন নাসেরাত, আলহামদুলিল্লাহ।

• পতেঙ্গা হালকায় মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপনঃ

গত ৩০ মার্চ, ২০২১ তারিখে পতেঙ্গা হালকায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে স্থানীয় চট্টগ্রাম আমেলার ০৮ জন লাজনা, ১ জন নাসেরাতসহ মোট ২১ জন লাজনা এবং ১ জন মেহমান, ৫ জন নাসেরাত, ০৩ জন শিশু সহ মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। আহাদনামা, দোয়া হাদীস পাঠ এরপর রাসুলে করীম (সা.)-এর জীবনী নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। এরপর মাহে রমজানের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন মোহতরমা জাহানারা শাকিল। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়।

রওশন আরা আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্, কোড্ডা

• মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপনঃ

গত ২৯ মার্চ, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, কোড্ডার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, হাদীস পাঠ ও নযম পরিবেশন করা হয়। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ৩১ জন, নাসেরাত ৯ জন, শিশু ৪ জন এবং মেহমান ২ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামসুন্নাহার কল্পনা, জেনারেল সেক্রেটারী, কোড্ডা

কবিতা

আহমদীয়াতের বন্ধন

দীনা নাসরীন

আহমদীয়াতের বন্ধন
সে তো রক্তের বন্ধন নয়,
সে বন্ধন হতে আত্মার
সকল হৃদয়কে করে জয়।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাদের হবে
ভ্রাতৃত্বের এমন বন্ধন,
ছিন্ন হবে না কখনো তাহা
থাকবে আজীবন।

আহমদীদের মাঝে থাকবে না
হিংসাদ্বেষ, মান-অভিমান,
প্রত্যেকেই মনে রাখবে তারা
এক মায়ের সন্তান।

সকলের বিপদে আহমদীরা
পাশে দাঁড়াবে,
দরিদ্র, অসহায় হতভাগ্যদের
তারা বন্ধু হবে।

সর্বদা চলবে আহমদীরা
সত্য ও ন্যায়ের পথে,
কুরআন ও হাদীসের খাঁটি শিক্ষা
থাকবে তাদের সাথে।

খিলাফতের রজ্জু ধরে
চলবে বুকে সাহস নিয়ে,
দ্বীনের সেবা করবে তারা
নিজেদের জীবন দিয়ে।

সকল কাজের উদ্দেশ্য হবে
খোদার ভালোবাসা অর্জন,
দুনিয়ার ভোগ-বিলাস
দিবে তাহা বিসর্জন।

একের সাথে অন্যের হবে
উত্তম ব্যবহার,
মানবতার স্থান হবে
সবকিছুর উপর।

নিজেদের মঝে কেউ করলে ভুল
ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে,
ভালোবাসার মাধ্যমে তার
ভুল শুধরাবে।

আহমদীরা আছে সত্য পথে
এ কথা স্মরণ রাখবে তারা,
বিরোধীদের হাত যত প্রবলই হোক
ক্ষতি করতে পারবে না বিরোধীরা।

মহান আল্লাহ্‌র কাছে
চাইবে তারা সবকিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে
করবে না মাথা নিচু।

বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায়
দোয়া করবে তারা প্রতিদিন,
এভাবেই আহমদীয়াতের বন্ধন
অটুট থাকবে চিরদিন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালোবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

মজাদার পিজ্জা রেসিপি

সওবিয়া আহসান আদৃতা

কমবেশি আমাদের সবারই পিজ্জা খুব পছন্দের একটি খাবার।

আর এই মজাদার খাবারটি ঘরে বানিয়ে খেলে তো আর কথাই নেই। স্বাস্থ্যকর হলো আবার মজাদারও হলো সেই সাথে নিজের বানানো খাবার সবাইকে খাইয়ে তৃপ্তিও পাওয়া গেলো। তো আসুন মজাদার পিজ্জা রেসিপিটি জেনে নিই।

পিজ্জা রেসিপি:

প্রয়োজনীয় উপকরণ– ময়দা- ২ কাপ, ইষ্ট- ২ চামচ, লবণ- পরিমাণমতো, চিনি- ২ টেবিল চামচ চামচ, তেল- ৩ টেবিল চামচ, দুধ- আধা কাপ, মুরগির বুকের মাংস- ১ কাপ, ক্যপসিকাম- ১/২ কাপ, টমেটো- ১/২ কাপ, পেঁয়াজ- ১/২ কাপ, টমেটো সস- ১/৪ কাপ, গরম পানি- পরিমাণ মতো, ওরিগ্যান- ঙ্গ চা চামচ, বেজাল লিফ- ঙ্গ চা চামচ, মোজারেলা চিজ- ১ ১/২ কাপ।

প্রস্তুত প্রণালী:

পিৎজা ক্রাস্ট– প্রথমে আধা কাপ হালকা গরম দুধে ২চা চামচ ইষ্ট, ২ টেবিল চামচ চিনি দিয়ে ৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ৫ মিনিট পর একটি বড় বোলে দুধ ও ইষ্টের মিশ্রণ নিয়ে এর মধ্যে দুই কাপ ময়দা ও প্রয়োজন মত লবণ দিয়ে মোথে নিন। এরপর অল্প অল্প করে গরম পানি দিয়ে হালকে নরম করে মোথে নিন। এরপর এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে আরো ৫-৭ মিনিট মোথে নিয়ে পুরো ময়মের গায়ে হালকে তেল লাগিয়ে পাস্টিক রেপার দিয়ে ঢেকে ২ ঘন্টা জন্য রেখে দিন।

টপিং– মুরগির বুকের মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। এরপর প্রয়োজন মত লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন।

বাকি সবজিগুলো মাঝারি সাইজের কেটে নিন। এরপর মুরগির মাংসগুলো অল্প তেলে ভেজে নিন।

পিজ্জা প্রস্তুতি– মাখিয়ে রাখা ডো-টা আবার হালকা করে মোথে নিন। এরপর দুই ভাগে ভাগ করে নিন। একভাগ ডো বেলুন দিয়ে বেলে নিন। এরপর যে মোল্ড এ বানাবেন তার উপর বসিয়ে হাত দিয়ে সমান করে নিন। এবার কাঁটা চামচ দিয়ে হালকাভাবে ডো-এর মাঝ বরাবর কয়েকটা ছিদ্র করে নিন। এইবার ডো-এর গায়ে আপনাদের পছন্দ মতো সস্ দিন (টমেটো, বি বি কিউ, গার্লিক) এর উপর মোজারেলা চিজ/পনির ছড়িয়ে দিন। এরপর ভেজে রাখা মাংস ও সবজিগুলো মনের মতো করে সাজিয়ে দিন। এর উপর আবার বেশ কিছুটা মোজ্জারেলা চিজ/পনির দিন, সামান্য পরিমাণ লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, ওরিগেনো ব্রেজাল লিফ ছিটিয়ে দিন।

ওভেন বেক– ১৮০° C ২০ মিনিট বেক করবেন এরপর একবার চেক করে যদি মনে হয় আর একটু হবে তবে আরো ৫ মিনিটের জন্য বেক করলে তৈরি হয়ে যাবে মজাদার পিজ্জা।

চুলায় বেক– একটা ঢাকনাসহ মোটা তলওয়ালা পাতিল অথবা ননস্টিক ফাই প্যান নিন। এরপর লোহার স্ট্যান্ডে রাখুন। ঢাকনায় কোনো ছিদ্র থাকলে তা কাগজ বা লং দিয়ে বন্ধ করে দিন। এরপর ফুল পাওয়রে চুলা জ্বালিয়ে হাড়িটা ৫ মিনিট জন্য গরম হতে দিন। ৫ মিনিট পর ডুব সাবধানে পিজ্জার মোলটা স্টেন্ডের উপর বসিয়ে দিন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। এই সময় চুলার আঁচ একদম কমিয়ে দিন। এভাবে ৩০ মিনিটের জন্য বেক করুন। ৩০ মিনিট পর একবার চেক করে নিন। যদি না হয় তাহলে আরো ৫ মিনিট রেখে দিন। ৫ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে আরো ৫ মিনিট রাখুন। এরপর বের করে নিন।

তৈরি হয়ে গেল মজাদার পিজ্জা বাসাতেই! □

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে

'পর্দা' – পুস্তক।
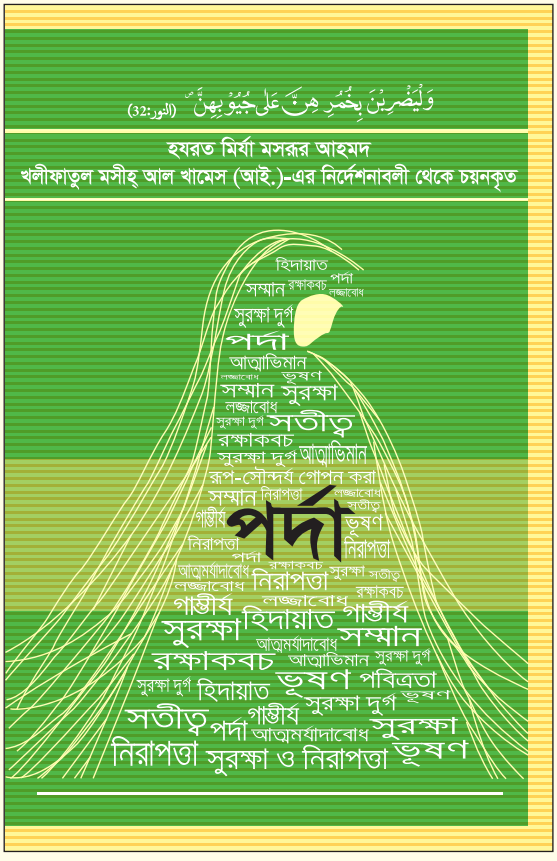
প্রিয় হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় ইশায়াত দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।